অজেন্দ্র সতীচরিত।

শ্রীদীনবন্ধু গুপ্ত প্রণীত

কলিকাতা

শ্রীনৃত্যলাল শীলের

জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯১৩।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি শোভা

বাজারস্থ শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র কবিরাজের ২।১

নম্বর ভবনে অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত

হইতে পারিবেন।

মূল্য

অর্দ্ধ মুদ্রামাত্র।

বিজ্ঞাপন।

মহাকবি কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ নামে সংস্কৃত ভাষায় যে প্রসিদ্ধ মহাকাব্য প্রচলিত আছে সেই আদর্শ সন্দর্শন করিয়া, অজরাজা ও তৎপত্নী ইন্দুমতী এই উভয়ের ইতিবৃত্ত, অর্থাৎ ইহারদিগের জন্মাবধি কথাশেষপর্য্যন্ত যে যে বিষয় হইয়াছিল তত্তদ্বিষয় এবং প্রসঙ্গাধীন যে যে স্থলে যে যে বিষয় আনুসঙ্গিক বোধ হইয়াছে তত্তদ্বিষয় সংগ্রহ করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, সুতরাং এই পুস্তকের নামকরণ "অজেন্দুমতীচরিত" হইল। পরন্তু এই পুস্তক পুর্ব্বোক্ত রঘুবংশের সেই সেই স্থলের অবিকল অনুবাদ নহে, কেবলমাত্র উক্ত দম্পতীর ইতিবৃত্তটি অবলম্বন করিয়া যথাসাধ্য আয়াস স্বীকার পুর্ব্বক অধুনাতন প্রচলিত বঙ্গীয় ভাষায় রচনা করিয়াছি ; কিন্তু ইহা কীদৃশ হইয়াছে তাহা একণে বঙ্গীয়ভাষানুরাগী জনগণের বিবেচনীয়। আর যদিও এই রচনা সর্ব্বজন চমৎকারিণী ও

বিজ্ঞাপন।

মনোহারিণী হইবার প্রত্যাশা নাই তথাপি স্বল্প-সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রের অজেন্দুমতীর পুরাবৃত্ত অবশ্যই অবগত হওয়া হইবে, এই সাহসে নির্ভর করিয়া প্রচার করিতে উৎসাহী হইয়াছি। যাহাহউক যদি সকলে শ্রম স্বীকার করিয়া অন্তত: একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন তাহা হইলেই শ্রম সফল বোধ করিয়া কৃতার্থন্মন্য হইব।

অধুনা কৃতজ্ঞতার সহিত সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিতেছি যে এই পুস্তক প্রস্তুত সময়ে শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র সেনগুপ্ত কবিরাজ মহোদয় অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার তদ্বিষয়ে সাহায্য না থাকিলে এতাদৃশ হওয়া অসম্ভব হইত, এবং সংশোধন বিষয়ে শ্রীযুক্ত রামতারণ সেন-গুপ্তেরও অনেক সাহায্য আছে ইতি।

সন ১২৮৩ সাল }
তারিখ ২৫ সে চৈত্র }

শ্রীদীনবন্ধু গুপ্ত।

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরায় নমঃ

অজেন্দ্র সতীচরিত

পূরাকালে সূর্য্যবংশে রঘুনামে অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন প্রবলবলশালী এক ভূপাল ছিলেন। যিনি নিজভুজবলে ও বিক্রমে ক্রমে ক্রমে অশেষ দিগ্দেশ জয় করিয়া সসাগরা ধরায় স্বকীয় প্রভুত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক বিশ্বজিন্নামে আত্মযোগ্য যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বস্ব দক্ষিণায়ও করিয়া ছিলেন। পরে কিয়দ্দিন অতীত হইলে কৌৎসনামা এক জন ব্রাহ্মণ-কুমার গুরুদক্ষিণার্থী হইয়া বদান্যবর রাজন্যপ্রবর রঘুরাজার নিকটে আগমন করিলেন। কিন্তু ভূপতি তৎকালে নিঃস্বত্ব বশতঃ সমাগত ব্রাহ্মণের সভাজন জন্য মৃন্ময় পাত্রে পাদ্যার্ঘ্য প্রদান করিলেন। শিষ্য মৃন্ময়পাত্র নিরীক্ষণ

করিয়া এবং নির্ধনতার বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মনে মনে কল্পনা করিলেন, “এইজন হইতে মদীয় প্রার্থনা সফলা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই„ পরে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজেন্দ্র! আপনার মঙ্গল হউক; সুরপীত চন্দ্রমার কলাক্ষয় যাদৃশ শ্লাঘনীয় ও প্রশংসনীয় ত্বদীয় নির্ধনত্ব ও তাদৃশ তাহার সংশয়মাত্র নাই। যাহাহউক চাতককুল নির্জ্জল জলধরের নিকট কখনই জল প্রার্থনা করেনা. আমি কার্য্যসিদ্ধি জন্য এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া স্থানান্তরে বদান্যান্তরের সমীপে সমুপস্থিত হই। অনন্তর বিবেকশীল সুশীল রাজা বিবেচনা করিলেন, “প্রার্থীজন রঘু সমীপে নিষ্কাম হইয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছে, এতাদৃশ দুঃসহ অপবাদ সহ্য করা মরণাপেক্ষা দুঃখদ; কি বা করি সমুদয় দিগ্বলয় জয় করিয়া সমস্ত ধন আহরণ পূর্ব্বক বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছি, এক্ষণে কপর্দ্দক মাত্রও হস্তে নাই। কিয়ৎক্ষণ সুগম্ভীর হ্রদের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া মনে মনে কল্পনা করিলেন, যাহা হউক এক্ষণে ধনাধ্যক্ষ কুবের কে জয়জন্য অলকা-

পুরীতে গমন করাই ন্যায্য কার্য্য হইতেছে, অনন্তর ব্রাহ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে অর্থিন্ ! আপনার প্রার্থনা অচিরেই পূর্ণ করিব, কিন্তু মদীয় আবাসে দুই তিন দিবস বাস করুন, বলিয়া প্রয়াণে সুসজ্জিত হইতেছেন এমত সময় কোষরক্ষক কোন পুরুষ সম্ভ্রমের সহিত আগমন পুরঃসর নিবেদন করিল, মহারাজ ! আকাশ মার্গ হইতে কোষগৃহ মধ্যে কাঞ্চনময়ী বৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে এক্ষণে ইতি কর্ত্তব্য অবধারণে পূজ্যপাদ প্রমাণ !

অনন্তর সূর্য্যবংশাবতংস রঘুরাজা বিস্ময় বিশিষ্ট হইয়া গমন পুরঃসর সন্দর্শন করিলেন এবং উক্ত বিত্ত কুবেরদত্ত স্থির করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। গুরুদক্ষিণার্থী অন্তেবাসী প্রার্থনাধিক সেই সুবর্ণজাত প্রাপ্তমাত্র অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, মহারাজ ! রাজবৃত্তিবর্ত্তী রাজাদিগের সমীপে বসুন্ধরা যে বসু পূর্ণা হয় এবিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র আশ্চর্য্য নাই যাহাহউক ভবদীয় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ অচিন্তনীয়, যেহেতু মহারাজ ভূলোকে বাস করিতেছেন তথাপি দ্যুলোক সনী-

বিত বস্তু সম্পাদন করিতেছে; যাহাহউক হে অখিলজগৎপাল! নিখিল মঙ্গল তোমার নিকট নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে অতএব যে কোন অন্য আশীর্ব্বাদ পুনরুক্তমাত্র, আপনি আপন শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণানুরূপ সুরূপ কুমার-লাভ করিয়া পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাত হউন বলিয়া গুরুর উপকণ্ঠে প্রয়াণ-পরায়ণ হইলেন। রাজ-পত্নী ও অন্তর্ব্বত্নী হইয়া দশম মাসে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে কুমার কল্প সুকুমার এক নব-কুমার প্রসব করিলেন। পরে এই সমাচার প্রচার মাত্রে নগরে মহোৎসবের কোলাহল ধ্বনি, চতুর্দ্দিকে বাদ্যধ্বনি, প্রতিগৃহে মঙ্গলধ্বনি, স্তুতিপাঠক গণের জয় জয় ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল ব্রহ্মর্ষি মহর্ষিগণ বালকের উদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিলেন পুরন্ধ্রীবর্গ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অরিষ্টাগারের সমগ্রবিধান সমাধান করিলেন এবং ষষ্ঠীদেবীর সমারাধন তৎপর হইলেন। “মহারাজের পুত্র হইয়াছে,” রাজা লোকমুখে এই শ্রুতি সুখ শব্দ শ্রবণ করিয়া এবং পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া অপার আনন্দার্ণবে নিমগ্ন হইলেন এবং চন্দ্র সন্দর্শনে

বারিনিধির বারি উদ্বেল হইয়া চতুর্দ্দিকে যাদৃশ প্রসৃত হয় তাদৃশ মহান্ হর্ষ রাজার শরীরে স্থান প্রাপ্ত না হইয়া হাসব্যপদেশে বহির্গত হইতে লাগিল, ফলতঃ ভূপতি তৎকালে অভূতপূর্ব্ব প্রভূত আনন্দ অনুভব করিয়া রাজচিহ্ন ছত্র চামর ব্যতীত কিছু মাত্র অদেয় রাখিলেন না অর্থাৎ রাজ্যব্যতিরেকে সকলকে প্রার্থনাধিক নানামত অভিমত বস্তু প্রদান করিয়া এতাদৃশ পরিতৃপ্ত করিলেন যে দরিদ্রতা নগরহইতে নির্ব্বাসিত হইল। অনন্তর কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ দ্বারা নিখিল জাতকার্য্য সমাধা হইলে রঘুতনয় সংস্কৃত মণিরন্যায় অধিকতর সুশোভিত হইলেন বহু সার [illegible] তাঁহার তেজঃপুঞ্জদ্বারা সূতিকালয় আলোকময় হইল সুতরাং নিশীথ প্রদীপ সকল হতপ্রভ হইয়া আলেখ্য সমর্পিতের ন্যায় রহিল।

প্রজারঞ্জক রঘুরাজার নিষ্কণ্টকরাজ্যে এমত কোন অপরাধী রুদ্ধ ছিলনা যে সুতোৎপত্তির অভাবে তাহার বন্ধন মোচন করেন স্বয়ং কেবল পিতৃ ঋণ বন্ধ হইতে মুক্ত হইলেন, এবং সুত ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে প্রসূত হইয়াছিল তন্নিমিত্ত ব্রহ্মার নামা-

ন্তর অজ নাম দ্বারা নাম করণ করিলেন। হর-গৌরী কার্ত্তিকেয় দ্বারা যাদৃশ আনন্দিত হইয়াছিলেন, ইন্দ্র-ইন্দ্রাণী জয়ন্ত দ্বারা যাদৃশ আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তৎকল্প রাজা ও মহিষী তৎসম অজনন্দন দ্বারা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিলেন। অজ নিজ সোদর সদৃশ পিতার মনোরথের সহিত দ্বিতীয়ার চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পরে পঞ্চম বর্ষে বাগ্‌দেবীর যথোচিত পূজা সমাধান করিয়া অনল্পন দুরবগাহ বাঙ্‌ময় শাস্ত্র ক্রমে ক্রমে শিক্ষা করিলেন। এবং সকলে তৎকালে স্থির নিশ্চয় করিয়া ছিলেন যে গুণগ্রাম প্রভাকর করনিকরের ন্যায় আধার গুণে প্রতি ফলিত হয় ফলতঃ অজের আর শিক্ষিতব্য কিছুমাত্র ছিলনা। অনন্তর বিদ্বান্‌বর রঘুরাজা পুত্রের পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক শিক্ষকগণের দুরা-রোহিণী আশালতা সফলা করিলেন। আজানুলম্বি বাহুবিস্তীর্ণ বক্ষা বৃষস্কন্ধ অজ এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে শৈশব সময় অতিবাহন করিয়া যৌবনপদে পদার্পণ পূর্ব্বক শরীর সৌষ্ঠবদ্বারা যদিও পিতাকে অতিক্রম করিয়া-

ছিলেন তথাপি নৈসর্গিক বিনয় ও সুশিক্ষাদ্বারা সতত অবনত হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন গত হইলে পর রঘুরাজা আত্মজের পরিণয় সময় সমুপস্থিত সন্দর্শন করিয়া দেশে বিদেশে ঘটক প্রেরণের কল্পনা করিতেছেন এমৎ সময়ে ক্রথ-কৈশিকেশ্বর ভোজ ভগিনীর স্বয়ম্বর জন্য রঘুসমীপে দূত প্রেরণ করিলেন রঘু দূত হইতে সমস্ত সন্দেশ প্রাপ্ত হইয়া, ভোজ-রাজের সহিত কুটুম্বিতা যুক্তি যুক্তা স্থির করিলেন। এবং আত্ম বিভবানুরূপ আত্মজের বিবাহানুরূপ ও স্বকীয় উৎসাহানুরূপ পরিচ্ছদ ও লোক সমভি-ব্যাহারে অজকে প্রেরণ করিলেন। অজ ক্রমে ক্রমে কিয়দ্দূর গমন করিয়া নর্ম্মদানদীর তীরে আতপতাপিত ও ধূলি-ধূসরিত সমভিব্যাহৃত লোক সমূহ ও মাতঙ্গ তুরঙ্গ প্রভৃতি জন্তুজাত সমাবেশিত করিলেন। যে তীর হংস সারস চক্রবাক বলাক প্রভৃতি জলচর পতত্রিকুল দ্বারা নিয়ত শব্দিত হইতেছে, জললববাহী সুগন্ধ গন্ধ-বহের মন্দ মন্দ বহন দ্বারা সতত সুশীতল হই-তেছে, বোধ হয় যেন নদী পক্ষিমুখ দ্বারা আগন্তুক

জনগণকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতেছে, শ্রমাপনয়ন জন্য জগৎ প্রাণকে প্রেরণ করিতেছে; সেস্থলে পথশ্রান্ত ব্যক্তি গতমাত্র বিগত শ্রম হয়।

অজরাজ বিশ্রামার্থ সেইস্থানে পটমণ্ডপ বিস্তার করিলেন এবং সমস্ত সামন্ত রাজগণ নানামত অভিমত উপঢৌকন প্রদান দ্বারা রঘুনন্দনের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। যুবরাজ ক্ষণকাল বিশ্রামের পর ভীষ্মসাগরের তরঙ্গপরম্পরার শোভাসন্দর্শন করিতে করিতে কোনস্থানে কতকগুলি ভ্রমর ভ্রমণ করিতেছে অবলোকন করিয়া স্থির-নিশ্চয় করিলেন, জলের অভ্যন্তরে মদমত্ত মাতঙ্গ অবশ্য নিমগ্ন আছে, এই প্রকার কল্পনা করিতেছেন ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড কায় একবন্য করিবর সন্তরণ দ্বারা সরোবর হইতে তট প্রদেশে উত্থিত হইল এবং সৈনিক গজ নিরীক্ষণ মাত্র ক্ষণমাত্র শান্ত তাহার দানবারি পুনর্ব্বার দেদীপ্যমানহইল। অজরাজার গজব্রজ দূরাঘ্রেয় বন্যগজ মদ আঘ্রাণ করিয়া হস্তিপকের তীব্র প্রযত্নাতিশয় উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ক্ষণ

কালের মধ্যে সেনানিবেশ তুমুল ক্ষেত্রের ন্যায় করিল। সকল শাস্ত্র পারদর্শী অজ অপকারী করীর উপরি ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ বধোদ্যত হইলেন। কিন্তু লক্ষ্মীকাম পুরুষ সমর ব্যতীত মাতঙ্গবধ করিবেনা,, এই শাস্ত্র স্মৃতি পথারূঢ় হওয়াতে তাহার বধেবিমুখ হইলেন কেবল নিবর্ত্তন নিমিত্ত শরাসনজ্যাঈষৎ আকর্ষণ করিয়া করি-কুম্ভে বিশিখ বিসর্জ্জন করিলেন। এই ঘটনা ঘটিবামাত্র করিবর নাগরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় ব্যোমচর বপু প্রাপ্ত হইয়া আকাশ মার্গে উত্থিত হইল তাহার কান্তকান্তিদ্বারা শূন্য পথ আলোক ময় হইল। সৈন্যগণ ভয়চকিত হইয়া একদৃষ্টে উর্দ্ধে দৃষ্টি পাত করিয়া এ কি কোন মায়াবী ছলনা পূর্ব্বক গজরূপ ধারণ করিয়া ভূতলে ভ্রমণ করিতেছিল, কি কোন পুরুষ শাপগ্রস্ত হইয়া এরূপ গজরূপ ধারণ করিয়া ছিল, সকলে এই প্রকার কল্পনা করিতেছে এমৎ সময় শাপ-ভ্রষ্ট সেই পুরুষ স্বপ্রভাব বলে পারিজাত-কুসুম আনয়ন পূর্ব্বক উপকারী অজের উপরি প্রক্ষেপ করিয়া বলিল,

অয়ি উপকারিন্! আমি মতঙ্গ মুনির শাপ দ্বারা মাতঙ্গ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম আমাকে যথার্থ মাতঙ্গ বলিয়া বোধ করিবেন না আমি গন্ধর্ব্ব-পতি প্রিয়দর্শনের তনয় নাম প্রিয়ম্বদ, মতঙ্গ মুনির কোন অনভিলষিত কার্য্য করাতে তিনি কোপপরতন্ত্র হইয়া আমাকে অভি-শাপ প্রদান করেন, পরে আমি ইতিকর্ত্তব্য অবধারণে বিমূঢ় হইয়া তাঁহার চরণারবিন্দ দ্বন্দ্বে দণ্ডবৎ নিপতিত হইলাম এবং অনেক স্তব বিনয় করিলাম।

অনন্তর তিনি বলিলেন আমার কথা সৎপুরু-ষের প্রতিজ্ঞার ন্যায় কদাপি অন্যথা হয় না, যাহা হউক তোমার স্তব বিনয় দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া বলি-তেছি যখন ইক্ষ্বাকু বংশীয় অজ তোমার কুম্ভভেদ করিবেন তখন স্বকীয় শরীর প্রাপ্ত হইবে, তাঁহার অনুগ্রহ দ্বারা আমার বোধ হইল মহাত্মা মহর্ষি গণের প্রকৃতি জলের ন্যায় স্বভাবতঃ শীতলা কার-ণান্তর দ্বারা বিকৃত হইয়া উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়। যাহা-হউক চিরপ্রার্থিত তোমার দ্বারা শাপ-বিমোচিত হইয়াছি কিন্তু যদ্যপি তোমার প্রতিপ্রিয় না করি-

তাহা হইলে অন্তে নিরয়গামী হইতে হইবে; অত-এব হে সখে! আমার সমীপে সম্মোহন নামে এক অপূর্ব্ব গান্ধর্ব্ব অস্ত্র আছে যাহার মন্ত্রভেদে প্রয়োগ ও সংহার ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং অস্ত্র প্রয়োক্তার অরিবধজন্য পাপ হয় না বিজয় ও অনায়াসে হস্তগতহয়, সেই অস্ত্র তোমাকর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইলে আমি অনুগৃহীত হই।

অস্ত্র কুশল যুবরাজ প্রার্থী জনের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তথাস্তু,, বলিলেন এবং নর্ম্মদানদীর পবিত্র পয়োদ্বারা আচমন করিয়া ও উত্তরাস্য হইয়া অস্ত্রমন্ত্র স্বীকার করিলেন।

বিধাতার নিয়মের অলঙ্ঘ্যতা বশতঃ অথবা মিত্রতা নিবন্ধনের অবশ্যম্ভাবিতাবশতঃ যাহা-হউক উভয়ে অচিন্তনীয় ও অনাশ্বাসনীয় সখ্য-লাভ করিয়া প্রিয়ম্বদ চৈত্ররথ প্রদেশে প্রস্থান করিলেন, অজ বিদর্ভনগরে গমন করিলেন।

নগরোপকণ্ঠে রঘুনন্দন আগমন করিয়াছেন ভোজরাজ এই বাক্যশ্রুতমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতা পূর্ব্বক তাঁহার আনয়ন জন্য স্বয়ং প্রস্থান করি-

লেন এবং সমভিব্যাহারে আনয়ন পূর্ব্বক এক সুরম্য হর্ম্ম্যে বাসস্থান প্রদান করিলেন।

অজ সেই প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে সমভিব্যাহারী লোকজনের অবস্থিতি স্থান নিরূপণ করিয়া দিলেন।

ক্রমে ক্রমে বেলা অবসন্ন হইল দিনকর স্বকর-নিকর দ্বারা সমস্ত দিন পদ্মমধু আস্বাদন করিয়া মত্তেরন্যায় লোহিত বপু ধারণ পুরঃসর অস্তাচলের কোনেক ভাগে, কি সমুদ্র মধ্যে, কি পৃথিবীর অন্তরালে কোথায় লুক্কায়িত হইলেন কেহই স্থির করিতে পারিল না পদ্মিনী বিরহিণীর ন্যায় ক্রমশঃ মলিনা হইতে লাগিল পক্ষিকুল ব্যাকুল হইয়া স্বস্বকুলায়ের প্রতিধাব-মান হইল। পরে সন্ধ্যাদেবীর আবির্ভাব হওয়াতে সকল লোক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নমস্কার তৎপর হইল কিন্তু সন্ধ্যা দুর্জ্জন-সঙ্গতির ন্যায় প্রণত জনগণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অন্ধকার কোথায় পলায়ন পরায়ণ হইয়াছিল এই সময় সময় পাইয়া অল্পে অল্পে আবির্ভূত

হইল এবং ক্ষণকালের মধ্যে সমুদয় জগৎ এরূপ ধ্বান্তময় করিল যে, অট্টি-দ্রুম গৃহাদি কোন বস্তুরই কোন বিশেষ রহিল না।

দৈব নির্ব্বন্ধের নিয়ত বর্ত্তিতা বশতঃ এই সময়ে যামিনীবিরহী বিহগকুল বিয়োগ বিধুর হইয়া পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন-স্থানে গমন করিল, তৎকালে বোধ হইল সূর্য্য সন্তাপ পৃথিবীকে পরিহার পূর্ব্বক তাহারদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য কিছুই চিরস্থায়ী নহে, অন্ধকার এ প্রকার বদ্ধমূল হইয়াছিল তথাপি নিশানাথ চতুর্দ্দিকে করজাল বিস্তার পূর্ব্বক উদিত হইয়া তাহাকে দূরীকরণ করিলেন, সুতরাং অন্ধকার সমুদয় অধিকার পরিহার পূর্ব্বক কোথায় পুনর্ব্বার পলায়ন পরায়ণ হইল, অনন্তর জগৎ পূর্ব্ববৎ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, দিগঙ্গনারা অন্ধকার ভয়ে যেন কোথায় লুকায়িত ছিল এইক্ষণে চন্দ্রকর দ্বারা আশ্বাসিত হইয়া পুনর্ব্বার প্রকাশমান হইল। এইরূপে ক্রমশঃ রজনী বহুলা হইল, কিন্তু অজের ত্রিভুবন-ললাম ভূতা ললনা লাভ হইবে নিদ্রা এইটি বুঝিতে

পারিয়া বহুক্ষণ তাঁহার নয়ন গোচর হইল না। পরে অজ, মানিনী কামিনীর ন্যায় নিদ্রাকে বহুক্ষণ সাধনা করিয়া লাভ করিলেন এবং অল্পে অল্পে তাহাতে অভিভূত হইলেন, এবং নানামত মনের গতি-বশতঃ কখন ইন্দুমতীর পাণি-গ্রহণ করিয়া মনোরথ পূর্ণরথ হইতেছে কখন বা তাঁহার পাণি-পীড়নে বঞ্চিত হইয়া মনঃ পীড়ায় পীড়িত হইতেছেন, এই প্রকার আর ও নানা প্রকার স্বপ্ন সন্দর্শন করত যামিনী যাপন করিলেন। ক্রমে প্রভাত হইল বন্দিগণ বক্ষমাণ প্রকার বন্দনা আরম্ভ করিল।

মহারাজ! রজনী প্রভাতা হইয়াছে শয্যা পরিহার পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করুন, লক্ষ্মী মহাশয়কে নিদ্রান্তেরত সন্দর্শন করিয়া খণ্ডিতা নায়িকার ন্যায় ঈর্ষ্যাকলুষিতা হইয়া যে চন্দ্রদ্বারা বিনোদন করিতেছিলেন সেই চন্দ্রমাও তোমার মুখ-কান্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইয়াছেন, হে পদ্মলোচন! এইসময় নিদ্রা পরিত্যাগ করুন ভবদীয় নেত্রবিবরে তারকা স্পন্দমান হইতেছে এবং পদ্মমুকুলান্তরে ভ্রমর চঞ্চল হইয়া

উড্ডীন হইবার মানস করিতেছে, সুতরাং পরস্পরের এককালে উন্মীলন-দ্বারা অভূতপূর্ব্ব ও অসদৃশ সাদৃশ্যের সম্মিলন হইবে, হে রাজেন্দ্র ! বিভাত বায়ু মল্লিকা মালতী জাতী প্রভৃতি নানা জাতি পুষ্পের গন্ধ-দ্বারা সম্পৃক্ত হইয়া পুনর্ব্বার পুজাপাদের বদন-কমলের সৌরভ লাভেচ্ছায় মন্দ মন্দ রূপে আগমন করিতেছে অতএব এই অতিথির প্রতি বহু সম্মান প্রকাশ করুন, এবং মুক্তাফল সদৃশ বিষদ হিমবারি তাম্রবর্ণ-পর্ণে নিপতিত হইয়া ত্বদীয় দশনকান্তি-যুক্ত লীলা স্মিতের অনুকরণ করিতেছে নয়ননিমীলন পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করুন, শ্বাপদ সমুহ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগ উন্নত করিতেছে, পতত্রিকুল আহারান্বেষণ জন্য নিজ নিজ নীড় হইতে বহির্গত হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে প্রস্থান করিতেছে, পুষ্পাহার ম্লান হইয়া বিরল ভক্তি হইতেছে, প্রদীপের তাদৃশ তেজঃপুঞ্জ আর দৃষ্টি গোচর হইতেছে না, মুখের তাম্বূল বিস্বাদু হইতেছে, মুক্তামালা শীতলা হইয়াছে এবং পঞ্জরস্থ শুক-শারিকাগণ অস্মদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার অনুকরণ পুরঃসর পুজ্য-

পাদের নিদ্রাভঙ্গবিষয়ে আমারদিগের সাহায্য করিতেছে অতএব মহাশয় শয্যা হইতে গাত্রো-ত্থান পূর্ব্বক প্রভাতোচিত কার্য্যজাত সমাধান করুন।

যুবরাজ বন্দিগণের স্তুতিবাদন শ্রবণ করিয়া বিগতনিদ্র হইলেন এবং জৃম্ভনোত্তোলন, অঙ্গ ভঙ্গ, নয়ন মীলন ও অঙ্গ অবলোকন করিয়া অল্পে অল্পে তল্প পরিত্যাগ করিলেন, অনন্তর দিবস মুখোচিত যথা শাস্ত্র বিধান সমাধান করিয়া ও বিবাহানুকূল বসন ভূষণ পরিধান করিয়া ক্ষিতি পতি-মণ্ডপের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। অন্যান্য রাজলোক তাঁহার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া পরস্পর তর্ক করিলেন, আমরা জনশ্রুতি দ্বারা শ্রুতিগোচর করিয়াছি যে ভগবান আশু-তোষ রতির বিলাপ শ্রবণ করিয়া ও স্তববিনয় দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার অনঙ্গের অঙ্গ সমর্পন করিয়াছেন, বোধ হয় এই মহাত্মাই সেই মনোমথ হইবেন, যাহাহউক আমরা ইন্দুমতীর প্রাপ্তির প্রতি সর্ব্বথা নিরাশ হইলাম; সকলে একমত হইয়া এইমত কল্পনা করিতেছেন এমৎ সময়ে

যুবরাজ সোপান পরম্পরা দিয়া বৈদর্ভ নির্দ্দিষ্ট মঞ্চে আরোহণ করিলেন বোধ হইল যেন কেশরি-কিশোরক শিলাবিভঙ্গ দ্বারা তুঙ্গনগোৎসঙ্গে আরোহণ করিল। রাজ-কুমার নানা বর্ণ আস্তরণ যুক্ত ও নানা প্রকার রত্ন-দ্বারা খচিত আসনে আসীন হইয়া ময়ুর পৃষ্ঠাশ্রয়ী কুমারের সদৃশ কম-নীয় হইলেন। অনন্তর সকলে পৃথক্ পৃথক্ আসনে উপবেশন করিলে পর সেই সভার অদৃষ্ট পূর্ব্বা ও অভূতপূর্ব্বা শোভা হইল, যাহাহউক কল্পদ্রুম মধ্যে পারিজাত যাদৃশ প্রশংসিত, গ্রহগণ মধ্যে চন্দ্রমা যেরূপ সুশোভিত, রঘু-নন্দন নিজ তেজঃ-পুঞ্জ দ্বারা সকল ভূপাল মধ্যে সেইরূপ অধিকতর প্রশংসা ও শোভা ধারণ করিলেন।

পৌরবর্গ সহসা তাঁহাকে লোচন গোচর করিয়া লোচনানন্দকর বোধ করিল, সুতরাং তাহার-দিগের নেত্র পরম্পরা রাজ পরম্পরা হইতে অব-সৃত হইয়া তাঁহার বদন-কমলে নিপতিত হইল বোধ হইল যেন ষট্পদশ্রেণী পুষ্পান্তর হইতে কমল মুকুলে উপস্থিত হইল।

অনন্তর সকল ভূপালের বুক্কবংশজ স্তুতিপাঠক কর্ত্তৃক সোমার্কান্বয় সম্ভূত নিখিল ভূভৃত স্তুত হইলে পর, অগুরু সারযোনি ধূপ ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইলে পর গৃহকলাপিকুলের উদ্ধত নৃত্য হেতু শঙ্খ চতুর্দ্দিকে শব্দিত হইলে পর, এবং বাদ্যোত্তম ও অন্যান্য মঙ্গল্য সমাধান সমাপন হইলে পর পতিম্বরা ইন্দুমতী পরিণয়ের অনুরূপ এবং মনোরথের অনুরূপ নেপথ্য ও পট্ট দুকূল পরিধান করিয়া শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক সভামণ্ডপে উপস্থিতা হইলেন, বোধ হইল যেন সৌদামিনী আকাশমার্গ হইতে ভূলোকে অবতীর্ণা হইল, নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কুমারী-রূপ ধারণ করিয়া সভার কমনীয়তা সন্দর্শনার্থ স্বয়ং আগমন করিলেন। ফলতঃ তাঁহার সৌন্দর্য্যে সেস্থল আলোকময় হইল। তাঁহার চিকুর কেশকলাপ সন্দর্শন করিলে চমরি মৃগের চমরের প্রতি অনাদর হয়, তদীয় বদন এতাদৃশ সুদর্শনীয় যে শশাঙ্ক সেই অমল বদন-কমল সন্দর্শন করিয়া ও নিজে কলঙ্কী ইহা বিবেচনা করিয়া আত্মন্যাক্কার পূর্ব্বক ক্ষীণ-কলেবর হইয়া মধ্যে মধ্যে গুপ্ত হয়েন, এবং

কুরঙ্গী এই সুলোচনার কজ্জল পূর্ণ উজ্জ্বল লোচন যুগল নয়ন গোচর করিয়া স্বকীয় সুবিস্তীর্ণ নয়নে অনাদরপর হইয়া সতত বনেবাস করে, তাঁহার ভ্রূধনুই কন্দর্পের দর্পের কারণ পুষ্পধনু ব্যাজ ও নাম মাত্র, মুক্তাফল সুদন্তীর দন্তপংক্তির কান্তি অবলোকন করিয়া লজ্জায় করি-কুম্ভে ও শুক্তি মধ্যে নিয়ত অবস্থিতি করে, বোধ হয় বিধাতা তাঁহার ভুজলতা বিধান পূর্ব্বক অনন্যসাধারণ বিবেচনা করিয়া মৃণাল দণ্ডকে কণ্টকিত ও জল মধ্যে লুক্কায়িত করিয়াছেন, শরীরে ত্রিবলি থাকাতে বোধ হয় যৌবন মদনের আরোহণ জন্য সোপান পরম্পরা বিস্তার করিয়াছে, মৃগেন্দ্র ক্ষীণ-কোটী কামিনীর মধ্যদেশ সন্দর্শন করিয়া পাণি-পরিমিত নিজ কোটির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সতত বনে ভ্রমণ করে ভ্রমে ও লোকালয়ে আগমন করেনা, রম্ভাতরু একান্ত শৈত্যবলিয়া করিকর নিতান্ত কর্কশ ও কুৎসিত বলিয়া বামোরুর অসদৃশ উরুদ্বয়ের সাদৃশ্য আর দৃষ্ট হয় না।

যাহাহউক তৎকালে সকলে কল্পনা করিয়াছিলেন যে বিধাতা একস্থানে সমস্ত সুন্দর বস্তু

সন্দর্শন মানসে বিজনে এই কন্যা নিধান বিধান করিয়া থাকিবেন।

অভূত পূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য বস্তু সন্দর্শন করিলে সকলে যাদৃশ তাহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করে, তাদৃশ অদৃষ্ট পূর্ব্ব সেই কন্যারত্ন দৃষ্টমাত্র সকল ভূপাল অন্তঃকরণের সহিত তাঁহার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাঁহারদিগের দেহমাত্র আসনে রহিল। সেই সময়ে সাত্ত্বিক ভাবের অবশ্যম্ভাবিতা বশতঃ সকলে ইন্দুমতীকে লক্ষ্যকরিয়া নানামত মনোমত ইঙ্গিত প্রকাশে তৎপর হইলেন। কোনযুবা করকমল দ্বারা লীলাকমল ধারণ পুরঃসর পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করাইয়া এই মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে হস্তস্থ পদ্মের ন্যায় তুমি আমাকে মায়াচক্রে ভ্রমণ করাইবে, বুদ্ধিমতী ইন্দুমতী হস্ত ঘূর্ণন অপলক্ষণ বোধে তাঁহাকে পরিহার করিলেন, কোনবিলাসী অঙ্গদ কোটিলগ্ন উত্তরীয় বসন উৎক্ষেপ পূর্ব্বক স্বস্থানে অবস্থাপিত করিয়া কোন অনির্ব্বচনীয় হৃদ্গত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু ইন্দুমতী বিবেচনা করিলেন ইহার শরীরে কোন গুপ্ত রোগ

আছে তাহাই আবরণ করিতেছে যাহাহউক এ ব্যক্তি পাণি-গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র নহে ; কোন নায়ক চরণের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী আকুঞ্চন করিয়া পাদ-পীঠ আঞ্চড়ন পূর্ব্বক এই হৃদ্গত ভাব প্রকাশ করিলেন যে আমি তোমাকে গোপনে আহ্বান করিতেছি আমার সমীপে আগমন কর, বিদর্ভ-রাজ-নন্দিনী ভূমিখনন লক্ষ্মীবিনাশকারণং জানিয়া তাঁহাকে কাপুরুষ বোধ করিলেন ; কোন মহাত্মা সব্য বাহু আসনৈকদেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক সুহৃদের সহিত সম্ভাষণ তৎপর হইয়া এই ভাবের আবির্ভাব করিলেন যে তোমাকে বামপার্শ্বে উপবেশন করাইয়া সর্ব্বদা এই প্রকারে হাস্য পরিহাস ও কথোপকথন করিব, চতুরা ইন্দুমতী বিবেচনা করিলেন যেজন পর ব্যক্তিকে অবলোকন করিয়া পরাঙ্মুখ হয় সে কার্য্যকারক নহে অতএব ইহার সহিত পরিণয় করা বিড়ম্বনা মাত্র ; কোন মহাশয় মস্তকস্থ কিরীটে হস্তক্ষেপ করিয়া এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে শিরস্ত্রের ন্যায় তোমার ভার বহনে আমি কখনই কাতর নহিং নিসর্গ পণ্ডিতা ভোজ-তনয়া স্থির করিলেন যে

এব্যক্তি কাপুরুষের ন্যায় মস্তকে হস্তার্পন করিয়া ভাবনা সাগরে নিমগ্ন হইতেছে অতএব এই দুর্ল-ক্ষণ পুরুষ আমার প্রণয় ও পরিণয়ের অনুরূপ পাত্র নহে।

সকলে মনোমথের বশম্বদ হইয়া এই প্রকার আর ও নানা প্রকার মনোমত হৃদ্গত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন এমৎ সময় সুনন্দানাম্নী বাগ্মিনী দ্বারপালিকা ইন্দুমতীর করধারণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ মগধেশ্বরের সমীপে গিয়া তাঁহার পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইল, অয়ি পতিম্বরে! শরণাগত প্রতি-পালক ও প্রজারঞ্জক এই মহাশয় মগধ দেশীয় রাজ-বংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন এবং শত্রু-গণকে সতত সন্তাপিত করিয়া পরন্তপ নামটি, অম্বর্থ নাম ধেয় করিয়াছেন; এই প্রত্যক্ষ পরি-দৃশ্যমান জগতে সহস্র সহস্র রাজা থাকুন কিন্তু রজনী লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র মণ্ডল দ্বারা মণ্ডিতা হইয়াও চন্দ্রমাদ্বারা যাদৃশ জ্যোতিষ্মতী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে তাদৃশ বসুধা এই মহাত্মা দ্বারা রাজন্বতী এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং এই মহারাজ সতত যজ্ঞ প্রবন্ধ দ্বারা ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া

থাকেন সুতরাং ইন্দ্রাণী প্রোষিত ভর্তৃকার ন্যায় অবশ্যোচিত কেশ সংস্কারাদি কার্য্য বিবর্জ্জিতা ও মলিনা হইয়া মনোদুঃখে কালক্ষেপ করেন; হে বালে! বরণোচিত এই রাজাকে যদ্যপি বরণ কর তাহা হইলে পুর-প্রবেশকালে পুষ্পপুরা-ঙ্গনাগণের নয়নানন্দ কারিণী হইবে। সুনন্দা এই প্রকারে তাহার গুণবর্ণনা করিয়া নিস্তব্ধ হইলে পর ইন্দুমতী তাঁহার প্রতি অপাঙ্গ বিলোকন মাত্র করিলেন কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না, সুতরাং প্রতিকুল দৈবগতির ন্যায় রাজার দুরারোহিণী আশালতা ভগ্ন করিলেন।

অনন্তর সুনন্দা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অন্যরাজার সমীপে লইয়া গমন করিল বোধ হইল যেন সমীরণোদ্ভবা তরঙ্গলেখা রাজ-হংসীকে এক পদ্ম হইতে পদ্মান্তরে লইয়া গেল, পরে নৃপ-তনয়াকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল ভর্ত্তৃ-দারিকে! এই মহাশয় একদা সুরাসুর-সমরে ইন্দ্রের সাহায্যার্থে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন তৎকালে সুরাঙ্গণারা এই সুরূপ পুরুষের রূপে মুগ্ধ হইয়া সুদুর্লভ নিজ নিজ যৌবন সম্পৎ সম্প্র-

দান করিতে উৎকলিকাকুল হইয়াছিল এবং গজশাস্ত্রাদিকারী পালকাদি ঋষিবরেরা স্বয়ং আগমন পুরঃসর ইহাঁর মাতঙ্গ সমূহকে সুশিক্ষা প্রদান করেন সুতরাং এই মহারাজ ভূলোকবাসী হইয়া ঐন্দ্রপদ ভোগ করিতেছেন এবং এই বীরবর বৈরকামিনীগণের স্তনমণ্ডল হইতে মুক্তাহার উন্মোচন পূর্ব্বক মুক্তাফল সদৃশ স্থূলতর অশ্রু-বিন্দুকে তাহার প্রতিনিধি করিয়াছেন, বহু আর কি বলিব লক্ষ্মী সরস্বতী কদাপি একাধারে অব-স্থিতি করেন না কিন্তু তাহারা উভয়ে এই মহা-আকে বরণ করিয়াছেন হে সুদক্ষিণে। তুমিও এই দক্ষিণ নায়ককে বরণ করিয়া তাঁহারদিগের অনু-রূপাহও? অনন্তর রাজ-কুমারী অঙ্গরাজার মুখ কমল হইতে লোচন ষট্পদ অপনয়ন করিয়া, “ দ্বার পালিকে চল ,, এই কথা বলিলেন।

ভূপতি কমনীয়া কৃতি বটেন এবং ইন্দুমতীও পাত্রা পাত্র বিবেচনায় বিমূঢ়া নহেন কিন্তু সকল লোকেরই মনোবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, এই জন্যই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর দ্বার-পালিকা অবন্তিনাথের অন্তিকে গমন পুরঃসর তাঁহার পরিচয় প্রদানে তৎপর হইল, হে চন্দ্রাননে! উদগ্রবাহু বিক্রম-শালী এই মহারাজ যখন যুদ্ধ যাত্রা করেন তখন এই রাজার চতুরঙ্গিণী সেনাদ্বারা রেণু-সমূহ ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হইয়া সমস্ত সামন্ত রাজগণের কিরীট মণিকে ও প্রভাকরকে হতপ্রভ করে এবং এই মহাত্মা মহাকালাভিধান চন্দ্রশেখরের অদূরে বাস করিয়া কৃষ্ণপক্ষেতেও মহিলাগণের সহিত জ্যোৎস্নাবতী রজনী ভোগ করেন; হে রম্ভোরু! এই যুবার সহিত পরিণয় করিয়া সিপ্রানদীর তীরে বিহার করিতে যদি অভিরুচি হয় তাহা হইলে এই তরুণবরকে বরমাল্য প্রদান কর।

সূর্য্য পদ্মকে প্রকাশিত ও পঙ্ককে সংশোষিত করিয়াও যাদৃশ কুমুদ্বতীর অনুরাগ ভাজন হইতে সক্ষম হয়েন না তাদৃশ অবন্তি দেশের প্রভু বন্ধুগণকে সতত উল্লাসিত এবং শত্রুগণকে নিয়ত তাড়িত করিয়াও ইন্দুমতীর মনোহরণ করিতে প্রভু হইলেন না।

(গ)

অনন্তর অন্তঃপুররক্ষিকা অনূপরাজের সমীপে গিয়া তাঁহার গুণ স্তুতি করিতে লাগিল, অয়ি বরারোহে! পূরাকালে প্রবল প্রতাপান্বিত অতি বদান্য কার্ত্তবীর্য্য নামে যাজ্ঞিক এক ভূপাল ছিলেন, যিনি সমস্ত জগৎ জয় করিয়া অষ্টাদশ-দ্বীপে জয়স্তম্ভ ও যজ্ঞীয় যূপ নিখাত করিয়া ছিলেন এবং তাঁহার রাজ্যকালে প্রজাগণ অকার্য্যের চিন্তামাত্র করিতেও সমর্থ হইত না যেহেতু উক্ত বিনেতা রাজা অকার্য্য-চিন্তার সমকালেতে ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক প্রকৃতি-বর্গের সম্মুখীন হইয়া তাহারদিগের অন্তঃকরণ হইতে দুষ্টাভিসন্ধিজাত নিরাকৃত করিতেন এবং উক্ত সার্ব্বভৌম ভূপতির কারাগারে অতীব দুর্দ্দান্ত লঙ্কাধিপতি দশানন হস্তপদে বদ্ধ হইয়া রুদ্ধ ছিলেন; শ্রুত ব্রহ্মসেবী প্রতীপ নামা এই মহীপাল তদীয় বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন, লক্ষ্মী স্বভাবতঃ চঞ্চলা,, পুরুষ দোষ দ্বারা তাঁহার এই যে দুষ্কীর্ত্তি জন্মিয়াছে তাহা এই রাজাদ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে অর্থাৎ এই মহাত্মা ব্যসনদোষাদি-বিবর্জ্জিত, সুতরাং ইনি স্থির-লক্ষ্মী ভোগ করিতেছেন; হে সুদতি!

প্রাসাদের গবাক্ষ মার্গ হইতে সুমন্দসমীরণোদ্ধূতা রেবানদীর তরঙ্গলেখা সন্দর্শন করিতে যদি মানস হয় তবে এই মহারাজের অঙ্কলক্ষ্মী হও? কমনীয়াকার নিশাকর নলিনীর যাদৃশ রুচিকর হয় না, রাজা সুদর্শনীয় হইয়াও তাদৃশ ইন্দুমতীর অনুরাগ ভাজন হইলেন না।

পরে সুনন্দা শূরসেনাধিপতি সুসেনকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে উপক্রম করিল, অয়ি বধিরসি এই সুকুমার কুমার নীপান্বয় সমুদ্ভূত; গোব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ শান্ত সিদ্ধাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া যাদৃশ নৈসর্গিক বিরোধ পরিহার করে তাদৃশ সত্ত্বর-জস্তম প্রভৃতি বিরোধী গুণগ্রাম এই মহাত্মার আশ্রয় লইয়া পরস্পর সহোদরের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে এবং পূর্ব্বে কালিয় ভুজঙ্গ গড়ুর ভয়ে পলায়ন-পরায়ণ হইয়া এই মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়াছিল পরে শরণাগত প্রতিপালক এই পৃথিবী-পাল হইতে অভয় প্রাপ্ত হইয়া ইহাঁকে অলোক সামান্য এক মণি প্রদান করে সেই মণি এতাদৃশ সুদর্শনীয় যে তদ্দর্শনে কৌস্তভরত্নের প্রতি আর পূর্ব্ববৎ আদর রহেনা; হে তরুণি! এই তরুণ

জনের সহিত পরিণয় করিয়া যৌবনলতা সফলা কর।

ইন্দুমতী অন্যের পত্নী হইবেন সুতরাং সেই ভূপালকে অতি ক্রম করিয়া প্রয়াণ-পরায়ণা হই-লেন, বোধ হইল যেন সাগর গামিনী নদী পথি-প্রাপ্ত ভূধরকে পরিহার করিয়া গমন করিল।

অন্তঃপুররক্ষিকা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে কলিঙ্গ-দেশাধিপতি হেমাঙ্গদ ও কানাকুজ্জস্থ নাগপুরেশ্বর প্রভৃতি রাজার সমীপে গমন পুরঃসর তাঁহার-দিগের যথাবৎবৃত্ত ও বংশ পূর্ব্ববৎ বর্ণনা করিল কিন্তু ইন্দুমতী কোন মহীপতির প্রতি অনুরক্তা হইলেন না সুতরাং সকলে বোধ করিলেন প্রজা-পতির নির্ব্বন্ধ ও ভবিতব্যতা কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না, যাহাহউক সঞ্চারিণী দীপ-শিখার ন্যায় যে যে ভূপালকে অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন তাঁহারা সকলেই রাজ-মার্গস্থ সৌধের ন্যায় বিবর্ণ ভাব প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর ইন্দুমতী ঐ সকল ভূপালকে ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিয়া অজরাজার সম্মুখীন হইবা মাত্র তিনি মনে মনে তর্ক করিলেন ,, আমি

কমনীয় দেবতার ন্যায় এই কামিনীকে দিনয়ামিনী চিন্তা করিয়াছি কিন্তু যদ্যপি এই সুলোচনা লাভে বঞ্চিত হই তাহা হইলে নিশ্চিতই জীবনে নিরপেক্ষ হইয়া জলে কিম্বা অনলে অথবা উদ্বন্ধনে জীবন বিসর্জ্জন করিব, তাঁহার হৃদয়ার্ণবে জলবিম্বের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে এতাদৃশ তর্ক উপস্থিত হইতেছে এমৎসময় দক্ষিণ বাহু স্পন্দমান হইয়া তৎক্ষণাৎ সে সংশয় নিরাশ্রয় করিল।

ভৃঙ্গাঙ্গনা প্রফুল্ল সহকার প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ বৃক্ষান্তরে উৎসুক হয় না সেইরূপ ইন্দুমুখী ইন্দুমতী ও সুরূপ অজরাজার সমীপে সমুপস্থিতা হইয়া অন্যের অস্তিকে প্রয়াণে বিমুখী হইলেন।

তদনন্তর চতুরা সুনন্দা বৈদর্ভ তনয়ার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল, অয়ি শুচিস্মিতে! পতিম্বরে! পুরাকালে ইক্ষ্বাকুবংশে শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ সম্পন্ন অতি বদান্য এক ভূপাল ছিলেন যিনি একদা সুরাসুর যুদ্ধে ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক বৃষভ-রূপী দেবেন্দ্রের ককুদোপরি আরোহণ পুরঃসর বৃষভধ্বজ পিনাকপাণির অনুরূপ

রূপ ধারণ করিয়া এবং অসুরকুল হনন করিয়া সুরকুলের ও সুরাঙ্গণী-গণের মহান্ উপকার করেন, পরে ইন্দ্র তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক আপন সিংহাসনৈকদেশে উপবেশন করাইয়া ও যথোচিত প্রশংসা করিয়া “ককুৎস্থ” এই সংজ্ঞা প্রদান করেন, সেইকুলে কুল-প্রদীপ দিলীপ নামা এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া কুল অলঙ্কৃত করেন এবং স্বর্গের সোপান স্বরূপ একোন শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাঁহার রাজ্যকালে রাজ্যে চৌর্য্যবৃত্ত্যাদি অপকর্ম্ম কেবল নাম মাত্র ছিল এবং প্রজাগণ সদা সদনুষ্ঠানে রত ছিল তিনি প্রজাবর্গের হিতেচ্ছায় নিরন্তর দেব-গণকে প্রীত করিতেন সুতরাং রাজ্যে অকাল-মৃত্যু অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কোন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিত না। মহাবল পরাক্রান্ত রঘুনামক তদীয় তনয় সসাগরা ধরা জয় করিয়া সমস্ত বিত্ত আহরণ পুরঃসর বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া সমুদয় বিভব যজ্ঞসাৎ করিয়াছিলেন এবং একদা পিতার যজ্ঞীয় তুরঙ্গম জন্য ইন্দ্রের সহিত মহা সমর করিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন কুমারকল্প এই

কুমার তাঁহার আত্মজ নাম অজ, ইনি বালক হইয়া ধুরন্ধর পিতার সহিত পৃথিবীর গুরুভার বহন করিতেছেন, হে বরবর্ণিনি! অজরাজ বিখ্যাত বংশ, কমনীয়াকান্তি, নবীন বয়স, এবং শোভা বিনয়াদি সেই সেই গুণ-সমূহ দ্বারা তোমার অনুরূপ হইয়াছেন অতএব এই যুবার সহিত পরিণয় ও প্রণয় কর তাহা হইলে মণি কাঞ্চনের যোগ হইবে।

সুনন্দার বাক্য সমাপ্তি হইলে পর নরেন্দ্র-কন্যা সংবরণ-মালা-রূপা অমলাদৃষ্টি দ্বারা সম্যক অনুরাগ প্রকাশ করিলেন কিন্তু লজ্জা-পরতন্ত্রা হইয়া বাক্য দ্বারা অভিপ্রায় প্রকাশে সমর্থা হইলেন না যাহাহউক অতিশয় তাঁহার গাত্রযষ্টি ভেদ করিয়া রোমাঞ্চ ব্যপদেশে তদীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। অনন্তর বেত্রপাণি দ্বারপালিকা তাঁহাকে তদবস্থাবস্থিত ও তদ্গতচিত্ত সন্দর্শন করিয়া পরিহাস পূর্ব্বক বলিল, ভর্তৃদারিকে! চল অন্যের সমীপে গমন করি। ইন্দুমতী কোপানুরক্তা হইয়া কুটিল ভ্রুকুটি পূর্ব্বক তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন সুতরাং তাঁহার নিগূঢ় মর্ম্মের উদ্ভেদ হইল; পরে তাঁহাকে

বরণীয় বোধ করিয়া তদীয় কণ্ঠে ধাত্রীকর দ্বারা মূর্ত্তিমান্ অনুরাগের ন্যায় মাল্য সম্প্রদান করিলেন। অঙ্গরাজা গলদেশে মঙ্গল পুষ্পময়ী মালা লম্বমানা নিরীক্ষণ করিয়া আত্মীয় রূপ গুণকে সফল জ্ঞান করিলেন এবং কৃতার্থম্মন্য হইলেন।

কুমুদিনী নিশাকর করদ্বারা সংশক্ত হইয়া, গঙ্গা সরিৎপতির সহিত মিলিত হইয়া যাদৃশী শোভা প্রাপ্ত হন, ইন্দুমতীও অনুরূপ বরের সহিত মিলিত হইয়া তাদৃশ অধিকতর সুশোভিত হইয়াছেন,, পৌরবর্গ এইকথা বলিয়া অপার আনন্দার্ণবে নিমগ্ন হইল, অন্যান্য রাজ-লোক শ্রবণ কঠোর সেই বচন শ্রবণ করিয়া কোপপরতন্ত্র হইলেন কিন্তু মন্ত্রৌষধি দ্বারা রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গমের ন্যায় কিছুমাত্র প্রতীকার করিতে সক্ষম হইলেন না। সেই সময়ে সভার অভূতপূর্ব্বা শোভা হইল, যেহেতু উক্ত সভা-মণ্ডপে অঙ্গরাজার স্বপক্ষবর্গ আত্মপক্ষ শ্লাঘান্বিত বোধ করিয়া অপর রাজগণকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য পরিহাসাদি করিতে লাগিল সুতরাং বোধ হইল যেন প্রাতঃকালের সরোবরস্থ প্রফুল্ল

পদ্মকুল স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক কুমদের প্রতিন্যাক্কার করিয়া হাস্য করিতেছে।

অনন্তর স্বয়ম্বরের আড়ম্বর ভগ্ন হইল, ভোজ-রাজা ভগিনী ও ভগিনী-পতিকে সমভিব্যাহারে করিয়া পুরে প্রবেশ জন্য প্রস্থান করিলেন; অন্যান্য রাজগণ ইন্দুমতীর প্রাপ্তির প্রতি ভগ্নাশ হইয়া প্রাতঃকালীন গ্রহগণের ন্যায় হতপ্রভ হই-লেন এবং নিজ নিজ রূপ, গুণ, অন্বয় ও নেপথ্যকে নিন্দাকরতঃ শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

পুর-সুন্দরীগণ "বধূবর এই দিগ্‌দিয়া গমন করিতেছেন„ এই শব্দ শ্রুতমাত্র অতিমাত্র ব্যাগ্রতা পূর্ব্বক আপন আপন অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বধূবর দর্শনে লোলুপ হইল;

কোন কামিনী ত্বরাবশতঃ কবরী বন্ধন সমাপন না করিয়াই কর-দ্বারা ধারণ পুরঃসর রাজ-মার্গে ধাবমানা হইল, কোন যুবতীর এক চরণে অলক্তক পরিধান হইয়াছিল কিন্তু ব্যস্ততা বশতঃ প্রসাধি-কার করকমল হইতে অপর চরণ আকর্ষণ পূর্ব্বক দ্রুতগতি দ্বারা গমন পথ অলক্তাঙ্কিত করিল বোধ হইল যেন সে স্থল স্থলপদ্মদ্বারা অলঙ্কৃত হইল,

কোন কোন ললনা সম্ভ্রমবশতঃ সম্মুখাগত গুরু জনকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক সৌধ-শিখরে আরোহণ করিল, ত্বরিত গতিবশতঃ গজেন্দ্রগামিনী কোন কামিনীর কোটির বসন স্খলিত হইতেছে কিন্তু পরিধানের সময়াভাব বশতঃ কর-দ্বারা ধারণ পুরঃসর ধাবমানা হইতেছে, কোন প্রসূতি রোরু-দ্যমান সন্তানকে সান্ত্বনা করিতেছিল কিন্তু ঐ শব্দ শ্রুতমাত্র অতিমাত্র ব্যাগ্র হইয়া গবাক্ষমার্গে গমন করিল এবং কোন কোন বিলাসিনীর এরূপ বিভ্রম হইয়াছিল যে তাহারা ত্বরাবশতঃ জঘনে একাবলি হার, কণ্ঠে কাঞ্চনকাঞ্চী, কপোলে তিলক, লোচনে লাক্ষা, চরণে কজ্জল ইত্যাদি পরিধান করিয়া সসম্ভ্রমে প্রস্থান করিল; ফলতঃ তাহার-দিগের চেতনামাত্র ছিলনা। সেই নারী পরম্পরার বদনকমলে লোচন ষট্‌পদ থাকাতে বোধ হইল যেন গবাক্ষস্থান ভ্রমরাতিলীন পদ্মদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে। উল্লেখিত চন্দ্রবদনা ললনারা যুবরাজ অজকে নিরীক্ষণমাত্র ঈক্ষণ-বৃত্তিকে চরিতার্থ বোধ করিয়া বলিল আহা! অদ্য কি আশ্চর্য্য দর্শন করিলাম বোধ হয় এই মহাত্মা আহ্লাদকর

নিশাকর হইবেন কি সাক্ষাৎ কন্দর্পইবা হইবেন, যাহাহউক বুদ্ধিমতী ইন্দুমতী অপ্রত্যক্ষ ও অজ্ঞাত কুলশীল ভূপাল দ্বারা প্রার্থিতা হইয়াও স্বয়ম্বরের আড়ম্বর করিয়া যুক্তি যুক্ত ও বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছে নচেৎ পদ্মা স্বসদৃশ ভর্ত্তা নারয়ণকে যাদৃশ লাভ করিয়া ছিলেন দময়ন্তী অনল সোম সমদ্যুতি নলরাজাকে যাদৃশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাদৃশ অনুরূপ বরলাভে বঞ্চিত হইত, সুতরাং স্বাতি-নক্ষত্রের বারি ভস্ম রাশিতে পতিত হইয়া যেরূপ বিফল হয় সেইরূপ বিধাতার রূপবিধান-প্রয়াস বিফল হইত ; যাহাহউক বোধ হয় পুরাকালে এই কন্যারত্ন ও পুরুষ-নিধি রতি স্মর ছিলেন তজ্জন্যই এই বালা সহস্র সহস্র ভূপাল মধ্য হইতে অনন্য সদৃশ এই যুবাকে বরণ করিয়াছে।

কুমার এই প্রকার আর ও নানা প্রকার শ্রোত্র-সুখকর বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে বরবর্ণিনী কামিনীগণের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া নানা বিধানান্বিত সম্বন্ধীর পুরে প্রবেশ করিলেন কিন্তু ললনাসমূহের অন্তঃকরণ হইতে অন্তর্হিত হইতে সমর্থ হইলেন না। পরে সুখাসন হইতে অবতরণ

করিয়া পুরাঙ্গনাগণের চিত্তে ও বৈদর্ভ-নির্দ্দিষ্ট বরাসনে সুখাসীন হইলেন এবং তদ্দত্ত অর্ঘ্য কমনীয় পট্টদুকুল, অঙ্গুরী ও অন্যান্য বৈবাহিক দ্রব্য কামিনীর কটাক্ষের সহিত গ্রহণ করিলেন।

বিনীত নরসুন্দর সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে বরকে বধূসমীপে লইয়া প্রস্থান করিল বোধ হইল যেন নূতন শশিকিরণ সমুদ্রকে বেলাসমীপে লইয়া গেল। পরে স্ত্রী-আচারাদি হইলে ভোজ-পুরোহিত অগ্নিতে হোম করিলেন এবং সেই অগ্নিকে বিবাহের সাক্ষী করিয়া বধূ-বরের মিলন করিয়াদিলেন এবং বলিলেন, আয়ুষ্মতি! যাবজ্জীবন ভর্ত্তার আজ্ঞাকারিণী ও অনুরাগভাগিনী হও কদাচ অন্যমতি করিও না ইন্দুমতী কর্ণ বিস্তার করিয়া পুরোহিতের বাক্য শ্রবণ করিলেন।

রাজ-কুমার করপল্লব-দ্বারা বধূর পাণি গ্রহণ করিয়া অভূতপূর্ব্বা শ্রীপ্রাপ্ত হইলেন বোধ হইল যেন রসাল-বৃক্ষ প্রতিপল্লব-দ্বারা অশোকলতার প্রবাল ধারণ করিল।

সেই সময় সাত্ত্বিকভাবের অবশ্যম্ভাবিতা-বশতঃ যুবার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল ইন্দুমতীও খিন্নাঙ্গুলী

হইলেন, অতএব বোধ হয় পঞ্চশর অবসর প্রাপ্ত হইয়া উক্ত দম্পতীকে স্বকীয় শরের শরব্য করিল। তাঁহারা পরস্পরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অনুরাগের সহিত যেমন অপাঙ্গবীক্ষণ করিবেন তৎক্ষণাৎ পরস্পরের চারি চক্ষু মিলিত হইল সুতরাং উভয়েই লজ্জিত হইয়া বিলোল-লোচন অপসরণ করিলেন

এই প্রকারে উদ্বাহ বিধান সমাধান হইলে পর কন্যা-কুমার রত্নাসনে উপবেশন করিলেন, রাজ্ঞী ও পুরস্ত্রীবর্গ ধান্য দুর্ব্বাদি মাঙ্গলিকসমাধান দ্বারা ক্রমে ক্রমে আশীর্ব্বাদন করিয়া বলিলেন, আয়ুষ্মতি ! ভর্ত্তার অনুরাগ-ভাগিনী হইয়া চির-জীবিনী হও স্বামী অপকারপর হইলে তুমি বিপ্রিয়কারিণী হইওনা কারণ প্রতিকূল-কারিণী কন্যারা শ্বশুরকুলের ও পিতৃমাতৃকুলের আধি স্বরূপা হয়।

বয়স্যাগণ নানামত মনোমত হাস্য পরিহাসা-দির পর বলিল ওহে চিত্তচোর ! আমারদিগের

জীবনসর্ব্বস্ব লইয়া গমন করিবে, দেখ যেন বয়স্যা বিরহপর্য্যুৎসুকা হইয়া বন্ধুগণকে স্মরণ করেন না ; কুমার কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন অয়ি কামিনী-কুল ! তোমরা এরূপ প্রতিকূল বাক্য কেন বলিতেছ দাসজন কি কখন প্রভুর আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিতে প্রভু হয় ? পরে তাহারা হৃষ্টমতি হইয়া ইন্দুমতীকে বলিল সখি ! তোমাকে পৃথিবী-পালের হস্তে হস্তে সমর্পন করিলাম কিন্তু আমারদিগকে বিস্মৃত হইও না, ইন্দুমতী প্রথমতঃ লজ্জান্বিতা হইয়া স্বামির সম্মুখে প্রত্যুত্তর প্রদানে বিমুখী হইলেন ; অনন্তর যুবরাজ সকৌতুক বচনে বলিলেন প্রিয়ে ! মনের ভাব প্রকাশ না করিলে শেষে ক্লেশের উদ্ভব হয় যাহাহউক ত্বদীয় প্রত্যুত্তরাকাঙ্ক্ষী মদীয় অন্তঃকরণ তোমাকে অবাক বিবেচনা করিয়া সন্দীহান হইতেছে। পরে বুদ্ধিমতী ইন্দুমতী সগদগদ বচনে সখীজনের প্রতি বলিলেন, অয়ি বায়স্যাগণ ! তোমারদিগের সহিত আমার অভিন্ন হৃদয় কেবল শরীর মাত্র ভেদ অতএব যদ্যপি তোমারদিগকে বিস্মৃত হই তবে আত্মাকেও বিস্মৃত হইব। রাজা ও সখী-

গণ চতুরা বিদর্ভ-তনয়ার বাক্-চাতুরী শ্রবণ করিয়া অপার সুখসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

ভোজকুল-প্রদীপ ভগিনীর বিবাহকার্য্য সম্পাদন করাইয়া অন্যান্য রাজ-গণের বহুমানসূচক যথোচিত অর্হনা জন্য সর্ব্বাধিকারীকে নিযুক্ত করিলেন, রাজগণ কোপাবেগঅন্তরে অন্তর্হিত করিয়া কপট হাস চাটুবাক্যাদি দ্বারা ভোজপতিকে আপ্যায়িত করিয়া উপঢৌকনব্যপদেশে তদীয় পূজাসৎকার প্রত্যর্পন করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং কন্যারত্ন গ্রহণ মানসে একমতাবলম্বী হইয়া অজরাজার প্রয়াণপথ অবরোধ পূর্ব্বক প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

এদিকে ক্রথকৈশিকেশ্বর ঔৎসুক্যাদির অনুরূপ যৌতুক প্রদান পূর্ব্বক বরবধূ বিদায় করিলেন এবং তিনদিন তাঁহারদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিয়া অবশেষে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মার্গাবরোধক নৃপমণ্ডল রঘু-রাজার দিগ্বিজয় সময়ে জাতক্রোধ ছিল এক্ষণে তাঁহার তনয়ের জন্য ইন্দুমতী লাভে বঞ্চিত হইল সুতরাং কোপানুরক্ত হইয়া তাঁহাকে অবরোধ করিল; প্রবলবলবান্

রঘু-নন্দন সহসা এই দুঘট ঘটনা সন্দর্শন করিয়া প্রিয়তমার রক্ষণার্থ একজন আপ্ত অমাত্য ও বহু-সঙ্খ্যক পদাতিক সৈন্য রাখিয়া স্বয়ং রণমুখের সম্মুখীন হইলেন।

ক্রমে ক্রমে সমর আরম্ভ হইল, পদচারী-যোদ্ধা পদাতির সহিত রথী রথারোহীর সহিত, তুরঙ্গ-সাদী তুরঙ্গারোহীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল; এবং মত্ততাসূচক রণ-বাদ্যোদ্যম হওয়াতে কেহ কাহারও বাক্য শ্রবণ করিতে সক্ষম হইল না কেবল শরশরীরে ক্ষোদিত অক্ষরমালা দ্বারা পরস্পরের নাম ও অন্বয় অবগত হইতে সমর্থ হইল। রেণুপটল অশ্বক্ষুর-দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া রথচক্র দ্বারা ঘনীভূত হইয়া এবং গজকর্ণতাড়ন দ্বারা ইতস্ততো বিস্তৃত হইয়া চন্দ্রাতপের ন্যায় সূর্য্য-মণ্ডলকে আচ্ছাদিত করিল এবং ক্রমশঃ এতাদৃশ বহুল হইল যে চক্র ও বিলোল কিঙ্কিণীমালা দ্বারা স্যন্দনের, বৃংহিত দ্বারা মাতঙ্গের, ও হেষারব দ্বারা তুরঙ্গের অববোধ হইল এবং নিজ নিজ প্রভুর নামোল্লেখ দ্বারা আত্ম পরের প্রভেদ হইল, ফলতঃ রজোন্ধকার প্রথমতঃ বিজৃম্ভিত

হইয়া সকলের দৃষ্টি প্রসর রোধ করিয়াছিল পরে ভল্লার নারাচ তরবার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা মাতঙ্গ তুরঙ্গ ও সৈন্যগণ হতাহত হইয়া যে রুধির প্রবাহ প্রবাহিত হইল তাহাই বালার্ক সদৃশ হইয়া রজোন্ধকারকেনিরাকরণ করিল।

কোন সারথি রথীকে প্রহার মূর্চ্ছিত সন্দর্শন করিয়া পুনঃ প্রহার ভয়ে রথ লইয়া পলায়ন পরায়ণ হইল কিন্তু রথী মূর্চ্ছাপগমে যন্তাকে যথোচিত তিরস্কার পূর্ব্বক যাহার সহিত পূর্ব্বে সমর কার্য্য করিয়াছিল তাহারই রথ-পতাকা লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অধ্যবসায়ের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল কোন কোন যোদ্ধা বাহুস্ফোটন ও সিংহনাদ করিয়া সমর-সাগরে যেমন অবতরণ করিল তৎক্ষণাৎ বেগবান্ বাণ ক্রুর নক্রাদির ন্যায় সমাগত হইয়া তাহারদিগের জীবনান্ত করিল। প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডসম তেজস্বী কোন সাহসী পুরুষ রক্তাক্ত কলেবর হইয়া নিজতেজঃপুঞ্জ ও সাহস দ্বারা সম্মুখাগত দুর্দ্দান্ত দন্তীর সহিতই যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল, সুতরাং দন্তি-

দন্তদ্বারা বক্ষঃস্থল বিক্ষত হইয়া সদ্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

কোন বীরবর পরতরবারি-দ্বারা ছিন্ন-মস্তক হইয়া তৎক্ষণাৎ দেবত্ব প্রাপ্ত হইল এবং দেবদত্ত সুরাঙ্গণাকে বামপার্শ্বে করিয়া স্বকীয় শরীর কবন্ধাকারে নৃত্য করিতেছে সন্দর্শন করিল। কোন স্থলে যোদ্ধা ও প্রতিযোদ্ধা উভয়ই সারথি রহিত হইয়া আপনারাই প্রথমতঃ সারথি ও রথী হইল, পরে ভগ্নরথ হইয়া গদাযুদ্ধপর হইল এবং ক্রমে ক্রমে আয়ুধ শূন্য হইয়া চপেটাঘাত মুষ্টি প্রহার দ্বারা উভয়ে এককালে শমন-সদনে আতিথ্য স্বীকার করিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য সুদুর্লভ স্বর্গপদ প্রাপ্ত হইয়াও একটি সুর-সুন্দরী লইয়া কলহ করিতে ক্ষান্ত হইল না।

চতুর্দ্দিকে শিবাগণের অশিবরব দ্বারা কুক্কুর সমূহের পরস্পর কোন্দল দ্বারা ও ব্যাকুল গৃধ্রকুলের ইতস্ততঃ সঞ্চরণ দ্বারা এবং নানা প্রকার বিভীষিকা দ্বারা সমর ভূমি শ্মশান ভূমির ন্যায় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল। উভয়দলেরই পর্য্যায় ক্রমে জয় পরাজয় হইতেছে, সকলেই

অহঙ্কার পূর্ব্বক " অহমহমিকা অহমহমিকা ,, এই শব্দোচ্চারণ করিয়া রণমুখে ধাবমান হইতেছে ; একদা যুবরাজ অঙ্গ পরবল দ্বারা স্বসৈন্যগণকে ভগ্নপ্রায় সন্দর্শন করিয়া বল-পূর্ব্বক স্বয়ং অগ্রসর হইয়া সকল লোকের অন্তঃকরণে এইটি দৃঢ় প্রত্য- য়িত করিলেন, " যে বায়ুদ্বারা ধূমরাশি নিবৃত্ত হয় কিন্তু অগ্নি নিবৃত্ত না হইয়া যে স্থলে তৃণরাশি সন্দর্শন করে সেই স্থলেই ধাবমান হয়।

কল্পান্ত-কালে ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া উদ্বেল ও প্রবলতরতরঙ্গ দ্বারা ভয়ঙ্কর অর্ণব বারি যাদৃশ নিবারণ করিয়াছিলেন, অঙ্গ- রাজা একাকীই প্রবলবলবান্ বল-সমূহকে তাদৃশ রূপে নিরাকরণ করিলেন।

ধনুর্ব্বিদ্যায় তাঁহার এরূপ অদ্ভুত দক্ষতা ও লঘু-হস্ততা ছিল যে সেনাসমূহ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত নিয়ত তূণ মুখে অবস্থিত অবলোকন করিয়া নিশ্চয় বোধ করিয়াছিল তাঁহার জ্যালতা অনবরত শর সমূহ প্রসব করিতেছে। বিপক্ষ বর্গ কোপ- পরতন্ত্র হইয়া দশনাগ্র-দ্বারা অধরোষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক ও ভ্রুকুটি পূর্ব্বক লোহিতলোচনে তাঁহার

প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া হুঙ্কার পূর্ব্বক সম্মুখীন হইল, ধনুর্দ্ধর ধুরন্ধর যুবরাজ তৎক্ষণাৎ শরাসনে শরসন্ধান করিয়া তাহারদিগের হুঙ্কারগর্ব্ব বদন-কমল উৎপলের ন্যায় অনায়াসে ছেদন করিয়া গর্ব্ব দূরীকরণ করিলেন সুতরাং কাপুরুষের কোপাবেগ যাদৃশ অন্তরে অন্তর্হিত হয় তাদৃশ হুঙ্কারধ্বনি মুখবিবরেবিলীন হইল।

অনন্তর সকল ভূপাল তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া মাতঙ্গ তুরঙ্গ রথ পদাতিক প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রকার সেনার সহিত, কবচভেদী তল্লারি নারাচ নিস্ত্রিংশ পরশু প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রকার আয়ুধের সহিত ও সর্ব্ব প্রকার প্রযত্নের সহিত প্রহার তৎপর হইলেন। যুবরাজের রথ শত্রুগণের শর সমূহদ্বারা এরূপ আচ্ছাদিত হইল যে প্রাতঃকাল নীহার নিমগ্ন হইয়া কিঞ্চিৎ প্রকাশিত প্রভাকরকরদ্বারা যাদৃশ লক্ষিত হয় তাদৃশ ধ্বজাগ্র দ্বারা কেবলমাত্র চিহ্নিত হইল, তিনি শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি গুণান্বিত হইয়াও বেগবান্ পরবাণ-দ্বারা ক্ষত ও ক্ষীণকলেবর হইয়া স্বজনগণের শোকবারির সহিত ভূমিতলে পতিত হইলেন।

মোহ উপকারী বন্ধুর ন্যায় অভূতপূর্ব্বা সেই অসহ্য বেদনা দূরীকরণ করিল, অজরাজা কথঞ্চিৎ অরিপরাভবকে পরাভব করিয়া ও আত্মীয় জনের হর্ষধ্বনির সহিত উল্লিখিত হইয়া গন্ধর্ব্বলব্ধ প্রস্থাপন নামধেয় গান্ধর্ব্বাস্ত্রকে অস্ত্রপূত করিয়া প্রয়োগ করিলেন। আহা ! মন্ত্রের কি অনির্ব্বচনীয় অখণ্ড-নীয় নিয়ম, যে যে ব্যক্তি বিজয়রত্ন লাভ মানসে যে যে অবস্থায় সমর সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল সেই সেই ব্যক্তি সেই সেই অবস্থাপন্ন হইয়া নিদ্রা-ক্রান্ত হইল, বোধ হইল যেন নিদ্রা মহানিদ্রার ন্যায় তাহারদিগের জীবন হরণ করিল সুতরাং সেই সেই আস্ফালন, তর্জ্জন গর্জ্জন, অহমিকা সকলই অন্তর্হিত হইল।

বিজয়ী অজরাজা অভূতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য এই ঘটনা ঘটিবামাত্র শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন, বোধ হইল স্বহস্তার্জ্জিত মূর্ত্তিমান যশঃপান করিতেছেন। তাঁহার আত্মীয়পক্ষেরা শঙ্খশব্দ দ্বারা আত্মপক্ষ বিজিত বিবেচনা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক, নিমীলিত পঙ্কজ মধ্যে কান্তকান্তি চন্দ্রমার ন্যায় নিদ্রাতুর অরিমধ্যে দীপ্তিমান যুবরাজকে

নিরীক্ষণ করিতেছে এমৎ সময়ে তিনি শিলী-মুখাগ্র শোণিত সম্পৃক্ত করিয়া পার্থিব সমূহের রথধ্বজাগ্রে এই কএকটি বর্ণবিন্যাস করিলেন, “ ওহে অলোকসামান্য কীর্ত্তি সম্পন্ন বীরবরেরা ! সম্প্রতি রঘুতনয় তোমারদিগের যশোলতা উন্মূলিতা করিলেন কীর্ত্তিপতাকা ছিন্নভিন্ন করিলেন কিন্তু কৃপা করিয়া জীববিহগের নীড় ভগ্ন করিলেন না।

এইরূপে যুদ্ধকাণ্ড সমাধান করিয়া ঘর্ম্মাক্তকলে বরেই ভীতা প্রিয়ার সমীপে গমন পুরঃসর সমরবার্ত্তা নিবেদন করিতে উপক্রম করিলেন, প্রিয়তমে ইন্দুমতি ! আমি অনুমতি করিতেছি, একবার দৃষ্টিপাত কর ? ইহারদিগের কি পর্য্যন্ত দুর্দ্দশা করিয়াছি এক্ষণে বালকগণ ইহারদিগকে পরাভূত ও পরাজিত করিতে পারে ; যাহাহউক আমার অতিশয় বিস্ময় ও আশ্চর্য্য বোধ হই তেছে এই বীরবরেরা এই প্রকার রণধুরন্ধর হইয়া আমার হস্ত হইতে তোমাকে বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে বাঞ্ছিত ও চেষ্টিত হইয়াছিল।

শত্রুভব পরাভব-দ্বারা ইন্দুমতীর বদনেন্দু মলীন হইয়াছিল এক্ষণে অবগ্রহ বিমুক্ত পূর্ণ শশীর ন্যায় আত্মপ্রসাদ প্রাপ্ত হইল, কিন্তু তিনি নবোঢ়া বলিয়া লজ্জা-পরতন্ত্রা হইয়া প্রিয়তমের প্রিয়-কার্য্যের প্রশংসা করিতে স্বয়ং অক্ষম হই-লেন, সখীগণ তাঁহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া যুব-রাজের যথোচিত আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন।

অজরাজা মূর্ত্তিমতী বিজয়লক্ষ্মীর ন্যায় ইন্দু-মতীকে সমভিব্যাহারিণী করিয়া নগরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে পুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন দ্বারদেশের উভয়পার্শ্বে জলপূর্ণ মঙ্গল কুম্ভ রহিয়াছে এবং উপরিভাগে বিবিধ পুষ্পে ও আম্রপর্ণে রচিত মঙ্গলমালা রহিয়াছে, অন্তঃ পুরাঙ্গণারা পুষ্পাঞ্জলির ন্যায় লাজাঞ্জলি বিক্ষেপ ও শঙ্খধ্বনি করিতেছে, চতুর্দ্দিকে জনতা বৃদ্ধি হইতেছে, এবং সমুদয় গবাক্ষদ্বার উদ্ঘাটিত থাকাতে বোধ হইতেছে যেন, পুরী গবাক্ষরূপ অক্ষি বিস্তার করিয়া ইন্দুমতীর বদনেন্দু সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছে।

অনন্তর রাজ্ঞী বরবধূ বরণ করিয়া লইলেন এবং ক্রমে ক্রমে সকলে নববধূর বদনকমল সন্দর্শন করিয়া যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিনয়-নম্রা বিদর্ভরাজতনয়া সকলকে প্রণিপাত করিয়া স্বকীয় দাক্ষিণ্য ও সুশীলতা প্রকাশ করিলেন। রঘুরাজা বিজিত ও শ্লাঘ্যজায়া-সমেত নন্দনের আনন্দবর্দ্ধনার্থ নানামত মনোমত প্রশংসা করিলেন। পরে কিয়দ্দিন অতীত হইলে পর স্বয়ং মুখ্য মোক্ষমার্গে উৎসুক হইয়া অপরা ইন্দুমতীর ন্যায় বসুমতীকে পুত্রের হস্ত-গামিনী করিবেন, এই মানসে নানাদেশে ঘোষণা প্রেরণ করিলেন। অন্যান্য রাজকুমারগণ বিষয়লোভ সম্বরণে অক্ষম হইয়া বিষপ্রয়োগাদি গর্হিত উপায় দ্বারা যে রাজ্য আত্মসাৎ করিতে লোলুপ হয়েন ধীরাগ্রগণ্য অজ পিতৃআজ্ঞা বলিয়া সেই রাজ্য গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন।

অনন্তর তীর্থবারি প্রভৃতি অভিষেক সামগ্রীর আয়োজন হইলে পর, অথর্ব্ব-বেদবিৎ কুল পুরোহিত বশিষ্ঠ নানা নদনদী ও সাগর হইতে আনীত মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা কুমারের অভিষেক করিয়া

দিলেন। সুতরাং অজরাজা ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্ম তেজো দ্বারা সম্মিলিত হইয়া পবনাগ্নি সমাগমের ন্যায় অন্যের অনাক্রমণীয় হইলেন।

অনন্তর উজ্জলদুকুল মনোজ্ঞ নেপথ্য ধারণ করিয়া ও অঙ্গে চন্দন কুঙ্কুম প্রভৃতি অঙ্গরাগ লেপন করিয়া গজদন্তনির্ম্মিত পৈতৃকাসনে আসীন হইলেন বোধ হইল যেন শরৎকালীন ধবল অম্বরে পূর্ণশশী উদিত হইলেন। গলে মুক্তামালা থাকাতে বোধ হয় যেন, নক্ষত্রমণ্ডল সুশোভিত হইতেছে।

শোভা যেরূপ পুরাতন পত্র হইতে নবীন পত্রে উপস্থিত হয় সেইরূপ রাজ্যলক্ষ্মী প্রাচীন ভূপাল হইতে নবপ্রভুর নিকট বর্ত্তিনী হইলেন।

অজরাজা নবোঢ়া বধূর ন্যায় নবপ্রাপ্তা মেদিনীকে সদয়রূপে উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, যেহেতু বলাৎকারে উপভোগ দ্বারা উভয়েরই অধিকতর উদ্বেগ হইবার সম্ভবনা।

তিনি সাগরবেষ্টিতা পৃথিবীকে প্রাচীর-বেষ্টিতা এক পুরীর ন্যায় অনায়াসে শাসন করিতে লাগি

লেন এবং প্রজাগণকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন ও নব নব উপায় দ্বারা তাহা দিগের অভ্যুদয় বৃদ্ধিকরিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বনস্পতি যাদৃশ সকলকেই ছায়া প্রদান করে, সরিৎপতি যাদৃশ কোননদীকেই বিমাননা করেনা তাদৃশ তাঁহার কোন জনেতেই অবমাননা ছিলনা সুতরাং সকল লোকই পরস্পর বিবেচনা করিয়াছিল আমি মহীপতির বিশেষ প্রিয়পাত্র। মহীপতি অতিমৃদু কি অতিতীক্ষ্ণ কদাপি হইতেন না। কিন্তু পবন যেরূপ মধ্যম ক্রম অবলম্বন করিয়া বনস্পতিকে অবনত করায় সেইরূপ সকল ভূপতিকে বশীভূত করিয়াছিলেন। উপজীবিজনগণ সর্ব্বদা তাঁহার প্রফুল্ল বদনকমল সন্দর্শন করিয়া ও স্মিত পূর্ব্বা কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে মূর্ত্তিমান বিশ্বাস বোধ করিত। তিনি প্রাড়্‌বিবেকাদির সহিত ধর্ম্মাসনে উপবেশন করিয়া অর্থী প্রত্যর্থী গণের বিচার কার্য্য স্বয়ং করিতেন এবং তাহারা তাঁহার মুখরাগ অবলোকন করিয়া বিজ্ঞপ্তির ফলাফল বুঝিতে পারিত। রাজা এপ্রকার সদ্বি-বেকীছিলেন, যে যদি প্রিয়ব্যক্তি ও তাঁহার অপ-

ার-পর হইত তাহা হইলে বিষদূষিত অঙ্গুলির
্যায় তাহাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিতেন। অকৃ
ত্রিম মিত্রের সহিত বন্ধুতার ন্যায় তাঁহার
প্রতিজ্ঞা কদাচ অন্যথা হইত না কিন্তু শত্রুগণকে
উৎখাত করিলে যদি তাহারা বিনয় প্রণাম ও
শরণ-তৎপর হইত তাহা হইলে প্রণত-বৎসল
ভূপাল তাহারদিগকে স্বপদে স্থাপিত করিয়া
তপরত হইতেন।

বাহ্য রিপুমণ্ডল দুরন্ত এই বিবেচনায় তাহার-দিগের প্রতি অনাস্থাপর হইয়া প্রথমতঃ অন্তর্বর্ত্তী কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য নাম-ধের ষড়রিপুকে ক্রমে ক্রমে পরাজয় করিয়া-ছিলেন। শৌর্য্য-শূন্য নীতি-প্রয়োগ কাতরতা মাত্র এবং নীতি বিরহিত শৌর্য্য-প্রকাশ শ্বাপদ চেষ্টিতের ন্যায় এইটি দৃঢ় প্রত্যয় থাকাতে রাজা নীতিপূর্ব্বক শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া সকলকর্ম্মা হইতেন। চার নেত্র রাজা স্বপরপক্ষের অন্তঃকরণ পরীক্ষার্থ যে সমস্ত আপ্ত গুপ্তচর প্রেরণ করিতেন তাহারা পরস্পর অজ্ঞাত হইয়া কার্য্য সিদ্ধি করিত, তাঁহার অরিপরাভব আকাশ কুসুমের

ন্যায় অলীক পদার্থ ছিল, কিন্তু করিঘাতী কেশরী নির্ভীতচিত্ত হইয়াও গিরিগহ্বরে বাস করে,, এই দৃষ্টান্তানুসারে দুর্গসমূহ দুর্গ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নদী প্রবৃদ্ধ হইলেও যাদৃশ অন্যমার্গে গমন না করিয়া সমুদ্রে প্রয়ান-পরায়ণা হয়, বারিনিধি উপচিত হইয়াও যাদৃশ বেলা অতিক্রম করেনা তাদৃশ পুরুষনিধি রাজা অতিশয় উপচয় প্রাপ্ত হইয়াও কদাচ কুমার্গে গমন ও মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করেন নাই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডসম তেজস্বী দবানল সমীরণের সাহায্য লাভ করিয়াও যাদৃশ অর্ণবের প্রতি ধাবমান হয়না তাদৃশ শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্যশালী রাজা ধনবল-সহায় হইয়াও কদাচ অশক্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। সহস্র কিরণ সূর্য্য সহস্রগুণ-বর্ষণ জন্য যাদৃশ রস আকর্ষণ করেন তাদৃশ তিনি ও প্রজার অভ্যুদয় জন্য করগ্রহণ করিয়া ইষ্ট ইষ্টি করিতেন সুতরাং অকাল মৃত্যু, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি আপদ নগর হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। ভোগীর ভোগসিক্ত রজ্জুর ন্যায় তাঁহার প্রভাব আক্রমণ করিতে কেহই সক্ষম হইত না কিন্তু অবকাশমাণ যাদৃশ

লৌহকে আকর্ষণ করে তাদৃশ তিনি সকলের প্রভাব আকর্ষণ করিতেন। “প্রকৃতিবর্গ নম্র প্রকৃতি ভূপতির গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহার গুণ সমূহ বিস্মৃত প্রায় হইতেছে, সকল ভূপাল-লোক তাঁহার আজ্ঞা মালার ন্যায় শিরোধার্য্য করিতেছে, বিপক্ষগণও তাঁহার গুণগান করি-তেছে, আকর ও ক্ষেত্র ইহারাও করদানব্যপ-দেশে রত্ন ও শষ্য উৎপাদন করিতেছে,, রঘুরাজা এই সমুদয় সন্দর্শন করিয়া আত্মজ অজকে রাজ্যে ও প্রজাবর্গে বদ্ধমূল বোধ করিলেন, এবং স্বয়ং সুদুর্লভ স্বর্গস্থ নশ্বর বস্তুতে ও নিস্পৃহ হইয়া চরমে পরমপুরুষার্থ মুক্তিপ্রদার্থ লাভেচ্ছায় পরমেশ্বরের আরাধনাজন্য উৎসুক ও অরণ্যবাসে উন্মুখ হইলেন। প্রণয় বৎসল অজ পিতাকে অরণ্যবাসে উন্মুখ অবলোকন করিয়া অশ্রুমুখে ও কৃতা-ঞ্জলিপুটে পিতার চরণকমলে দণ্ডবৎ নিপতিত হইলেন এবং আপনার অপরিত্যাগ যাচঞা করিলেন।

রঘুরাজা সমুদায় বিষয় বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু পুত্রবৎশীলতা বশতঃ অশ্রুমুখ

তনয়ের প্রণয়ে " তথাস্তু ,, বলিয়া সম্মত হইলেন কিন্তু সর্প যেরূপ পরিত্যক্তত্বক্ পুনর্ব্বার গ্রহণ করেনা তদ্রূপ তিনি পরিবর্জ্জিত রাজ্যতন্ত্র পুনর্ব্বার আর গ্রহণ করিলেন না, যাহাহউক প্রব্রজ্যাশ্রম আশ্রয় করিয়া রাজ্যাশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং বিজিতেন্দ্রিয় হইয়া স্নুষার ন্যায় পুত্রভোগ্যা শ্রী দ্বারা নিয়ত সেবিত হইতে লাগিলেন।

প্রথম পার্থিব শান্তিমার্গ অবলম্বন করিলেন নবপ্রভু অভ্যুদিত হইতে লাগিলেন সুতরাং সূর্য্যবংশ অস্তমিতেন্দু ও উদিতার্ক আকাশের সাদৃশ্য ধারণ করিল। রঘু আপ্ত যোগীর সহিত সংশক্ত হইয়া অনশ্বর পদপ্রাপ্তির জন্য ধ্যান করিতে লাগিলেন, অজ নীতিবিশারদ মন্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া অজিত পদলাভ জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। যতি প্রকৃতি-পুরুষ সন্দর্শনার্থ কুশপূত বিষ্টর গ্রহণ করিলেন, নৃপতি প্রকৃতির কার্য্যাকার্য্য সন্দর্শনার্থ বিচারাসন গ্রহণ করিলেন। রঘু জ্ঞানময় বহ্নিদ্বারা স্বকর্ম্মদহনে প্রবৃত্ত হইলেন, অচিরেশ্বর নীতিদ্বারা শক্রর সন্ধি বিগ্র-

হাদি কার্য্যজাত ভস্মসাৎ করিলেন। স্থবির রাজা স্থিরবুদ্ধি হইয়া পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে ধ্যান হইতে নিরস্ত হইতেন না, নবপ্রভু স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া ফলোদয় সাধন না হইলে কর্ম্ম হইতে বিরত হইতেন না। রঘুরাঘর এই প্রকারে ইন্দ্রিয় ও শত্রুর প্রসর অবরোধ করিয়া অপবর্গ ও উদয় বিষয়ে উভয়ে উভয় প্রকার সিদ্ধিলাভ করিলেন।

রঘু, পুত্রের অনুরোধে এইরূপে কিয়ৎকাল অতিপাত করিয়া পরিশেষে প্রণিধান দ্বারা মায়াতীত অব্যয় পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চভূত নির্ম্মিত কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

অজ কথামাত্রাবশিষ্ট পিতার ঈশ্বর-প্রাপ্তির কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র শোকবিধুর হইয়া বিলাপ আরম্ভ করিলেন। হা তাত, হা পিতঃ, হা সুতবৎসল, হা মম পক্ষপাতিন্! কোথায় প্রস্থান করিলেন, আমি এপর্য্যন্ত পর্ব্বতের অন্তরালে ছিলাম কিছুই জানিতে পারিনাই কিন্তু অদ্য শরণ বিহীন হইলাম। আহা! আপনি আমার অনু-রোধে তপস্বিজনোচিত বনেবাস পরিত্যাগ

করিয়া আমার প্রতি স্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি কি কৃতঘ্ন এই সময় মরণের সময় সমুপস্থিত সন্দর্শন করিয়াও অনুগমন করিলাম না কেবল মিথ্যা শোক প্রকাশ করিতেছি, রে দগ্ধ-জীবন ! আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া কেবল নিন্দাস্পদ ও কলঙ্কাস্পদ করিতেছিস্ এবং আপনি ও অসহ্যবেদনা সহ্য করিতেছিস্। এই প্রকারে অজ বিলাপ করিতেছেন এমৎসময়ে রঘুর সহোদরসম ঋষিগণ শোকবিধুর ও বিলাপপর অজকে সান্ত্বনা করিতে উপক্রম করিলেন।

হে রাজেন্দ্র ! তোমার হৃদয়ক্ষেত্র শোককণ্টকাবৃত সন্দর্শন করিয়া আমরা অতীব বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতেছি, তুমি ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি গুণান্বিত হইয়া সকললোকের আদর্শ ও উপমার স্বরূপ হইয়াও ইতর জনের ন্যায় কেন শোকের বশীভূত হইতেছ ? ইহাকি তোমার শাস্ত্রাধ্যয়নের অনুরূপ ? কি স্বকীয় বিনয় ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যাদি নৈসর্গিক গুণের অনুরূপ ? কিছুই বুদ্ধিগম্য হইতেছেনা। ত্বাদৃশ বিচক্ষণ জনগণ যদি শোক

দুঃখে অভিভূত ও আচ্ছন্ন হইবে ও বুদ্ধি এইরূপে পরিণত করাইবে তাহাহইলে আর উপদেশের পাত্র কোথায়? তবাদৃশ ব্যক্তিদিগের নিবাপাদিদান দ্বারা উপরত পিতাকে তর্পিত ও সন্তোষিত করাই যুক্তি যুক্ত হইতেছে। অতএব আমরা বারম্বার বলিতেছি যে তোমার ন্যায় অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা শোকবিধুর হইয়া পিতার অনুগমন করিলে লোকে আর পুত্র কামনা করিবেনা যেহেতু সুশীল সন্তানসমূহ ইহ লোকে জনকের আনন্দজনক ও পরলোকে পরিত্রাণের নিদানভূত হয়। অতএব বৎস! বুদ্ধিরূপ তরণী সহায় করিয়া শোকার্ণব হইতে উত্থিত হইয়া, দৃঢ়তারূপ দৃঢ়তর খড়্গদ্বারা শোকলতা উন্মূলিতা করিয়া অবশ্যোচিত পিতৃকৃত্য সম্পাদন কর।

ঋষিগণের অমৃত-নিস্যন্দিনীবাণী শ্রবণমাত্রে রাজার শোকাবেগ হৃদয়ার্ণবে জলবিম্বের ন্যায় বিলীন হইল। তিনি স্বয়ং অগ্নিচিৎ হইয়াও যতি দিগের সহিত অনগ্নি নৈষ্ঠিক বিধান সম্পাদন

করিলেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর অধ্যবসায়ের সহিত রাজ্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

একদা মহারাজ সভাসনে উপবেশন করিয়া আছেন ইতিমধ্যে প্রিয়ার তাম্বূল করঙ্কবাহিনী কোন পরিচারিকা আগমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সাদরে নিবেদন করিল, মহারাজ! এতদিনে দেবগণ প্রসন্ন হইলেন, ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ সত্য হইল, পৌরগণের আনন্দের দিন উপস্থিত হইল, আমারদিগের মনোরথ পূর্ণরথ হইল, দেবপাদের পুন্নাম নরক হইতে উঠিবার সোপান হইল; যেহেতু দেবীর গর্ব্ভের লক্ষণ সকল স্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছে।

রাজা শ্রোত্রসুখকর এই শব্দ শ্রুতমাত্র অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া সন্তোষের অনুরূপ পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক দাসীকে বিদায় করিলেন এবং স্বয়ং ব্যগ্রহইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক সন্দর্শন করিলেন, রাজ্ঞী পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন, পার্শ্বে পরিচারিকাগণ মন্দমন্দরূপে তালবৃন্ত বীজন করিতেছে, অঙ্গে অল্পমাত্র ভূষণ রহিয়াছে। রাজ্ঞী মহারাজকে সমাগত সন্দর্শন

করিয়া সসম্ভ্রমে শয্যাহইতে উঠিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শয্যার একপার্শ্বে বসিতে সঙ্কেত করিয়া কিঞ্চিৎ সরিয়া গেলেন।

মহারাজ পর্য্যঙ্কে উপবেশন পূর্ব্বক মহিষীর উত্থান কালে শরীরের উপচয়াবস্থা অবলোকন করিয়া গর্ব্ভলক্ষণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন তথাপি পরিহাস পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়ে! পরিচারিকার কথা সত্য তো? রহস্য সখী ব্যতীত যদিও নিকটে অপর কেহ ছিলনা তথাপি রাজ্ঞী লজ্জা-পরবশা হইয়া কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারক্ হইলেন না কেবলমাত্র বদনকমল অবনত করিয়া রহিলেন।

সখীগণ বলিল, মহারাজ! এবিষয়ে আর সন্দেহ কি? ঐ দেখুন দেবীর শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে, অঙ্গে আর তাদৃশ বলনাই, অলঙ্কার বলযমাত্র সার হইয়াছে, মুখ হইতে সর্ব্বদা জৃম্ভন ও জল উঠিতেছে, স্তন-দ্বয়ের মুখ নীলবর্ণ হইয়া ভ্রমরাস্তিলীন পদ্মের শোভা ধারণ করিতেছে; অতএব না বলিলেও অনায়াসে বোঝা যায় যে মহিষীর গর্ব্ভ-

রাজা যদিও আদৌদোহদলক্ষণ স্বয়ং অ লোকন করিয়াছিলেন তথাপি একণে সখীমু হইতে শ্রবণ করিয়া অমৃতবৃষ্টিতে অতিষিক্ত ও আনন্দার্ণবে ভাসমান হইলেন এবং যথাভিলষি দৌহৃদদোহদ প্রদান করিতে লাগিলেন; তিনি গর্ভ পৃথিবীর ন্যায়, অন্তঃসলিলা সরস্বতীনদী ন্যায়, অভ্যন্তর লীনপাবকা শমীলতার ন্যায় মহি ষীকে সগর্ভা বিবেচনা করিয়া প্রিয়ার প্রতি অনু রাগের অনুরূপ, স্বকীয় উৎসাহের অনুরূপ, উদার স্বভাব ও বিভবের অনুরূপ পুংসবন, বিলোকন ও সিমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি কার্য্যজাত ক্রমে ক্রমে সমাধান করিলেন।

ইন্দুমতী দশমমাসে শুভলগ্নে সুকুমার এক রাজ কুমার প্রসব করিলেন, নগর মহানন্দে ও মহোৎ- সবে পরিপূর্ণ হইল, রাজা আহ্লাদের অনুরূপ বিত্তবিতরণ করিয়া সকলকে সন্তোষিত করিলেন এবং তপোবন হইতে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে আনয়ন পূর্ব্বক সুতিকালয়োচিত যথাযথ কার্য্য জাত ক্রমে ক্রমে সমাধান করাইলেন; স্বয়ং যাগ দানকর্ম্ম ও সুসন্তানদ্বারা দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পি-

ক্ষণ হইতে মুক্ত হইয়া মেঘমুক্ত ও রাহুমুক্ত ভানুমানের ন্যায় অধিকতর দীপ্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং পুত্রের রথ দশদিগেই গমন করিবে এই বিবেচনা করিয়া " দশরথ ,, এই নাম করণ করিলেন।

অনন্তর দশরথ দ্বিতীয়ার চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া জানুচলন ও অর্দ্ধোচ্চারিত অস্ফুটবচনদ্বারা জনকের আনন্দজনক হইলেন। অজরাজা তনয়ের সুধাময় মুখসুধাংশু সন্দর্শন করিয়া নব নব প্রীতি অনুভবকরতঃ আপনাকে সফলজন্মা ও কৃতার্থ ম্মন্য বোধ করিলেন।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলেপর রাজার অন্তঃকরণে বনবিহার বাঞ্ছা উদিত হওয়াতে প্রিয়তমার সহিত নগরোপবনে গমন করিলেন। উপবনের চতুর্দ্দিকে গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চারদ্বারা অশোককিংশুক চম্পক ও মল্লিকা মালতী প্রভৃতি পুষ্পপাদপ চঞ্চল হইতেছে, তরুশাখা ও লতা পরস্পর সংশক্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে রমণীয় কুঞ্জ হইয়াছে; তাহার নিম্নে মরকত শিলাখণ্ড কুসুম ও কুসুমরেণু দ্বারা চিত্রিত হইয়া বিস্তৃত রহিয়াছে,

স্থানে স্থানে সরোবর, তাহার নির্ম্মল জলে কমল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, হংসসারস প্রভৃতি পতত্রিকুল চঞ্চুপুটদ্বারা মৃণাল খণ্ড ধারণ করিয়া স্ব স্ব প্রিয়াকে প্রদান করিতেছে এবং জলকেলি করিতেছে, সরোবরের তীরে অপূর্ব্ব ক্রীড়াপর্ব্বত, তাহার সানু ও শিখর স্বর্ণদ্বারা মণ্ডিত রহিয়াছে তদ্দর্শনে বোধ হয় উপবন নন্দনবনকে ন্যাক্কার করিয়া আত্ম শোভা বিস্তার করিতেছে।

রাজা সেইস্থলে কুসুম-শয্যা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া বিহারের উপক্রম করিতেছেন এমৎসময় দেবর্ষি নারদ দক্ষিণ সমুদ্রের তীরবর্ত্তী গোকর্ণাখ্য দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনাজন্য আকাশ-মার্গে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে দৈব-দুর্ব্বিপাকের অবশ্যম্ভাবিতা ও অনতিক্রমণীয়তা প্রযুক্ত নারদের বীণার শিরোভাগে যে মন্দার মালা ছিল, বেগবান্ বায়ু আত্মসৌরভলাভেচ্ছায় তাহাকে হরণ করিল ; ভ্রমরমালা মালার মকরন্দ গন্ধে অন্ধ হইয়া মন্দ মন্দরূপে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল, বোধ হইল যেন বীণার কজ্জল-পূরিত অশ্রুধারা পতিত হইতেছে। ইন্দুমতী

সহসা অঘ্রাতপূর্ব্ব পুষ্পগন্ধ ঘ্রাণ করিয়া বনবিহার সকল বোধ করিতেছেন ইতিমধ্যে মালা তাঁহারই বক্ষঃস্থলে পতিত হইল, তিনি স্পৃহার সহিত ক্ষণমাত্র নিরীক্ষণ করিয়া বিহ্বলা হইলেন এবং নয়ন-যুগল মুদ্রিত করিলেন ; বোধ হইল যেন মালা কালসর্পিণীর ন্যায় তদীয় হৃদয় দংশন করিল তজ্জন্যই বুঝি বিষ-মূর্চ্ছিতা হইলেন।

দীপশিখা যাদৃশ তৈলবিন্দুর সহিত ভূমিসাৎ হয় করণাপায়বশতঃ ইন্দুমতীও শ্লথাঙ্গ হইয়া তাদৃশরূপে পতির সহিত ভূমিতে পতিত হইলেন।

এই দুর্ঘটনা ঘটিবামাত্র পার্শ্ববর্ত্তী পরিজনগণ আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল তচ্ছ্রবণে কমলা-করস্থ পক্ষিকুল ব্যাকুল ও উদ্বেজিত হইয়া কলরব করিয়া উঠিল, বোধ হইল যেন তাহারদিগের দুঃখে দুঃখিতচিত্ত হইয়াই রোদন করিতেছে। তদনন্তর বহুক্ষণ বীজন করাতে নৃপতির মূর্চ্ছা অপগত হইল কিন্তু ইন্দুমতী তদবস্থায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সকলে এই বিষয় অবলোকন করিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন যে আয়ুঃশেষ থাকিলেই চিকিৎসা সফলা হয়।

মূর্চ্ছা উপকারিণী সখীর ন্যায় ভূপতির দুঃখ দূরীকরণ মানসে তাঁহার চেতনা হরণ করিয়াছিল, এক্ষণে প্রাণ-সমূহ প্রবলা সাংঘাতিকী বেদনা অনুভব করাইবার জন্যই পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইল।

অজ স্ত্রৈণতাবশতঃ অঙ্কোচিতা অঙ্গনাকে ক্রোড়ে করিয়া বিলাপপর হইলেন বোধ হইল যেন প্রাতঃ কালীন শশধর মৃগলেখা ক্রোড়ে করিয়া বিলাপ করিতেছে।

যিনি প্রথমতঃ স্বাভাবিক ধৈর্য্যগুণদ্বারা সমুদ্রকে ও পরাভূত করিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে সেই ধৈর্য্যকে তৃণসারের ন্যায় করিলেন; অথবা ইহা আশ্চর্য্য নহে লৌহাদি অতি কঠোর পদার্থও সন্তাপিত হইলে মৃদুতা প্রাপ্ত হয় অতএব শোক সন্তপ্ত মনুষ্য বিষয়ে আর কি বক্তব্য।

ক্রমে ক্রমে নৃপতির শোকসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া বিলাপব্যপদেশে বহির্গত হইতে লাগিল, তিনি শোকবিধুর হইয়া বিলাপ আরম্ভ করিলেন।

অহো হতবিধে! যদি এতাদৃশ সুদর্শনীয় কন্যা-নিধান বিধান করিয়াছিলে তবে তাঁহাকে কেন

অকালে কালকবলে নিক্ষেপ করিলে, আহা! তোমার অসাধ্য কিছুমাত্র নাই তোমার অসাধারণ প্রভাবে সুকুমার কুসুম ও জীবিতঘ্ন হইল? অথবা তোমার সৃষ্টিই এই প্রকার, তুমি সুকুমার বস্তু হিংসার জন্য সুকুমার বস্তুই নির্ম্মাণ করিয়া থাক যেহেতু কোমলাঙ্গী নলিনী সুশীতল হিমসেকদ্বারা বিপদাপন্না হয়। যদ্দিচ এই মালার জীবিত-ঘাতিনী শক্তি থাকিত তাহাহইলে প্রিয়ার সহিত আমিও কোন্‌কালে কালকবলে নিপতিত হইতাম, যাহাহউক যখন আমি জীবিত আছি তখন বোধ হয় পরমেশ্বর স্বেচ্ছায় স্থান বিশেষে বিষ অমৃত তুল্য হয় অমৃত ও বিষ কল্প হয়। অথবা সকলি আমার অদৃষ্টের দোষ, যেহেতু কপাল দোষে মাল্য বজ্রতুল্য হইয়া বৃক্ষাশ্রিতা লতাকে ধ্বংস করিল কিন্তু বৃক্ষের কিছুমাত্র করিতে সমর্থ হইল না।

অয়ি পতিদেবতে প্রিয়ম্বদে! আমি তোমার অপরাধ করিলেও ক্ষণকালের নিমিত্ত তুমি বিরক্তা হওনাই এবং আমাকেও অবজ্ঞা করনাই, কিন্তু এক্ষণে নিরপরাধে দাসজনকে কেন পরিত্যাগ

করিলে ! হা শুচিস্মিতে ! তুমি আমাকে নিশ্চিতই শঠ ও কপটবৎসল বিবেচনা করিয়াছিলে, যেহেতু এই অসময়ে সময় পাইয়া পরলোকে গমন পুরঃসর আমার সহিত সহবাস পরিহার করিলে আমাকে একটা কথাও বলিলেনা। ওরে দগ্ধ-জীবন! যদি জীবিতেশ্বরীর অনুগমন করিয়াছিলি তবে কিজন্য প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অসহ্য বেদনা সহ্য করিতেছিস্, যাহাহউক এক্ষণে পুনর্ব্বার সেই গজেন্দ্রগামিনী কামিনীর অনুসরণ করিয়া আত্মকৃত দোষের প্রায়শ্চিত্ত কর্; নচেৎ একেবারে প্রতারিত হইবি।

হা প্রাণপ্রিয়ে! জীবের জীবনের কি অসারতা, দেখ তোমার মুখচন্দ্রের চতুর্দ্দিকে নক্ষত্রমণ্ডলের ন্যায় বিহারশ্রমসম্ভূত স্বেদলব শোভা পাইতেছে কিন্তু তোমাতে আর তুমি নাই। অয়ি অসহৃদে! আমি মনেতে ও তোমার প্রতিকূলতাচরণ করি নাই, যদি পৃথিবীর পতি „ এই বলিয়া দোষা-রোপ কর তাহাও মিথ্যা, কারণ সে পতিশব্দ কেবল নামমাত্র আমার রতি ও প্রীতি তোমার প্রতি নিয়ত রহিয়াছে, অতএব অকারণে আমাকে

বিরহানলে নিক্ষেপকরা তোমার সদ্বিবেচনার অনুরূপ কর্ম্ম হয় নাই। হে করভোরু! জগৎপ্রাণ কুসুমোৎখচিত ও ভঙ্গীবিশিষ্ট ত্বদীয় চূর্ণকুন্তল কম্পিত করিতেছে সন্দর্শন করিয়া মদীয় অন্তঃ-করণ তোমার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রত্যাশা করিতেছে, অতএব প্রতিবোধ দ্বারা আশু আমার বিষাদ দূরীকরণ কর। অয়ি সুদক্ষিণে! করুণাবারি দ্বারা আমার সন্তপ্ত চিত্তকে শীতল কর, আমার তুল্য দুঃখভাগী জগতে আর কেহ নাই দেখ, নিশানাথ প্রতিরজনীতে কুমুদিনীকে প্রাপ্ত হয় চক্রবাক প্রত্যহ স্ব প্রিয়াকে লাভকরে অতএব তাহারা বিরহানল কথঞ্চিৎ সহ্য করিতে সক্ষম হয়; কিন্তু আমার এতাদৃশ দগ্ধললাট যে তোমার প্রাপ্তির প্রত্যাশা পর্য্যন্ত নাই অতএব বিরহ বেদনা কি প্রকারে সহ্য করিব।

হা কোমলাঙ্গি! ত্বদীয় সুকুমার শরীর কোমল নবীনপল্লবাস্তরণে সমর্পিত হইলে ক্লেশান্বিত হইত, এক্ষণে সেই কোমলাঙ্গকে চিতাশয্যায় আরোপণ করিতে কি প্রকারে সাহসী হইব। হা নিসর্গপণ্ডিতে কিন্নরকণ্ঠি! তুমি ইহলোক

হইতে পরলোকে গমন করিবে পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলে, যেহেতু বিরহবিধুর আমার বিনোদন জন্য কোকিলাঙ্গনাতে কলভাষিত, কলহংসী ও করিণীতে মন্থর গমন, হরিণীতে বিলোল বিস্তীর্ণ-লোচন এবং ঈষৎ কম্পিতলতাতে বিলাস এই সমুদয় সমর্পণ করিয়াছ সত্যবটে কিন্তু তোমার বিরহে ইহারা মদীয় হৃদয়কে সুস্থ করিবে কি প্রত্যুত এই সমস্ত বস্তু সন্দর্শন করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ প্রায় হইতেছে। হা অনৃতভাষিণি! তুমি এতাদৃশী প্রবঞ্চনা কোথায় শিক্ষা করিয়াছিলে এই সহকার পাদপের সহিত নিকটবর্ত্তিনী কলিনীর উদ্বাহ সম্বন্ধ করিয়াছিলে কিন্তু ইহারদিগের উক্ত মাঙ্গলিক বিধান সমাধান না করিয়া পলায়ন করা তোমার কি সত্য-প্রতিজ্ঞার অনুরূপ, কি ইহারদিগের প্রতি স্নেহের অনুরূপ হইয়াছে? যাহাহউক এ সময় মানবলীলা সম্বরণ করা ন্যায্য কার্য্য হয় নাই। হা জীবিতসর্ব্বস্বে! এই অশোককুসুমদ্বারা তোমার অলক অলঙ্কৃত করিতাম এক্ষণে সেই কুসুমদ্বারা নিবাপমাল্য কিপ্রকারে রচনা করিব। এক্ষণে এই অশোকপাদপ অন্য-দুর্লভ ত্বদীয় চরণ-

তানুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হওয়াতে শোক সন্তপ্ত হইয়া কুসুম-পাতব্যপদেশে রোদন করিতেছে, ইতি পূর্ব্বে বকুলফুলের বিলাসমেখলা আমার সহিত গ্রন্থন করিতেছিলে কিন্তু তাহা সমাপন না করিয়া সহসা শমন-সদনে প্রস্থান করা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। হা প্রাণাধিকে প্রিয়তমে! দাসজনকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে কর, কিন্তু সমদুঃখ সুখ সখীজন ও বালাত্মজকে পরিত্যাগ করিতে কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হইল না? আহা! আমার বোধ হয় তোমার শরীরে দয়া ও স্নেহের লেশ-মাত্র নাই।

যাহাহউক হে ত্রিভুবনললামভূতে ললনে! অদ্য আমার ধৃতি অস্তমিত হইল, রতি চ্যুত হইল, গান-বাদ্যাদি আমোদ বিরত হইল, শয়নীয় শূন্য হইল; করুণাবিমুখ মৃত্যু তোমাকে গ্রাস করিয়া আমার সর্ব্বস্বই হরণ করিয়াছে, দেখ তুমি আমার গৃহের গৃহলক্ষ্মী, কার্য্যাকার্য্য বিবেচনায় মন্ত্রিণী, রহস্য পরামর্শে রহঃসখী এবং চতুঃষষ্ঠি শিল্প বিদ্যায় প্রিয়-শিষ্যাছিলে। হা মদিরাক্ষি মত্ত-চকোরনেত্রে! মদাননার্পিত সুস্বাদু মধুপান-

করিয়া এক্ষণে বাষ্পাদুর্বিত্ত সুতরাং অপের অলা-ঞ্জলি কি প্রকারে পান করিবে? যাহাহউক হে প্রাণ-সমূহ! সেই মরালগমনা ললনা একাকিনী গমন করিতেছেন এক্ষণে তাঁহার অনুসরণ করিয়া চির-কাল সুখানুভব কর? কোশলাধিপতি এই প্রকার আর ও নানা প্রকার করুণাপূর্ব্বক বিলাপ করতঃ উন্মত্ত কল্প হইতেছেন,, স্বজনগণ ইহা সন্দর্শন করিয়া কথঞ্চিৎ তাঁহার অঙ্ক হইতে অঙ্গনাকে আকর্ষণ করিয়া লইলেন এবং চিতাসাৎ করিয়া ভস্ম মাত্রাবশিষ্ট করিলেন।

অজ জীবনে নিরপেক্ষ হইলেন কিন্তু লোকনিন্দা ভয়ে সহমরণে উৎসাহী হইতে সক্ষম হইলেন না। অনন্তর গুণশেষা ভামিনীর অন্ত্যেষ্টি কার্য্যকলাপ উপবনেতেই সমাপন করিলেন ও পুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পৌরবধুগণের ধারাবাহী অশ্রু-বারিতে স্বকীয় শোক প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। পরে দিনযামিনী সেই গজেন্দ্রগামিনী কামিনীকে ভাবনা করতঃ মহাকষ্টে কালযাপন করিতে লাগি-লেন। এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে সবন-দীক্ষিত বশিষ্ঠ প্রণিধান দ্বারা যজমানের শোক

বৃত্তান্ত অবগত হইয়া একজন শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন, শিষ্য রাজার সমীপে আগতমাত্র রাজা সসম্ভ্রমে আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং পাদ্যার্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পূজা সৎকার করিলেন পরে তিনি আসনে উপবেশন করিতে অনুমতি করিলে পর অজরাজা আসনে আসীন হইলেন এবং তাঁহার নিকট আত্ম বিনয়িত্ব ও সৌজন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পূজ্যপাদ! অন্যদুর্লভ ও শ্রেয়স্কর ভবদীয় আগমন অনভ্রাবৃষ্টির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, অদ্য আপনকার আগমনে মদীয় রাজ্য পবিত্র হইল, আমি বহু সম্মানের পাত্র হইলাম; যেহেতু ভবাদৃশ মহাজন পুরুষের সন্দর্শন সম্পদ বর্দ্ধিত করে; অঘসমূহ ধ্বংস করে, মঙ্গল ও কীর্ত্তি বিস্তার করে। আর কতিপয় দিবসাবধি আমার নেত্রযুগল ও শোক সন্তপ্ত চিত্ত আহ্লাদ কর নিশাকর প্রভৃতি পদার্থে ও নির্বৃতি প্রাপ্ত হইত না কিন্তু এক্ষণে ভবৎ সমীপে উভয়ই বিশেষ রূপে পরিতৃপ্ত হইতেছে। যাহাহউক যদিও ত্বাদৃশ নিস্পৃহ সাত্ত্বিক পুরুষের কোন প্রয়োজন আমারদিগের সমীপে সম্পন্ন

হইবার সম্ভাবনা নাই যথার্থবটে, কিন্তু তথাপি আমার অন্তঃকরণ আপনকার সৌম্যাকার সন্দর্শনে উৎসাহী হইয়া ও পূজ্যপাদের মধুর মঙ্গলকর বাক্য শ্রবণে উৎসুক হইয়া আমাকে বাচাল করিতেছে, অতএব করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক আগমন-প্রয়োজন ব্যক্ত করিয়া কৌতুহলাক্রান্ত মানসকে পরিতৃপ্ত করিলে কৃতকৃত্য হই।

অনন্তর বশিষ্টশিষ্য নৃপতিকে প্রকৃতিস্থ করণ-মানসে প্রস্তুত বিষয় বলিবার উপক্রম করিলেন, রাজর্ষে! ঋষিবর বশিষ্ট কোন অনুল্লঙ্ঘনীয় যজ্ঞে ব্রত আছেন সুতরাং তোমার শোক কারণ অবগত হইয়াও যজ্ঞ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বয়ং আগমন করিতে অক্ষম হইয়া আমাকে প্রতিনিধি করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, সেই ত্রিকালজ্ঞ ঋষি জ্ঞানলোচন দ্বারা ভূৎভবিষ্যৎ নখদর্পনের ন্যায় নিরীক্ষণ করেন অতএব তাঁহার বাক্য অনৃত কি কপট বিবেচনা করিয়া অনাদরপর হইও না কিন্তু হিতপীযূষ-পূরিত ও সত্যভূত বোধ করিয়া অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ ও হৃদয়ে অবধারণ কর।

পুরাকালে দেবেন্দ্র তৃণবিন্দুনামধেয় কোন কঠোরতপস্বীর তপঃপ্রভাব অবলোকনপুরঃসর রাজ্যনাশে ভীত হইয়া সমাধিবিঘ্নকারিণী হরিণী নাম্নী এক সুরনারীকে আদেশ করিলেন, তুমি গমনপূর্ব্বক তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া আমার অভীপ্সিত সম্পাদন কর। হরিণী ইন্দ্রের আদেশানুসারে তপস্বীর মনোমথনমানসে মনোমথকে স্মরণ করিল এবং মনোমত বসন ভূষণ পরিধান পূর্ব্বক ঋষির সম্মুখীন হইয়া হাবভাব প্রকাশ পুরঃসর তপোবিঘ্ন উৎপাদনের উপাদান দ্রব্যসমূহ আয়োজন করিতে উপক্রম করিল।

তপোবন কামিগণ সেব্য উপবনের ন্যায় হইল। পঞ্চশর অবসর পাইয়া শরাসনে শরসন্ধানের উপক্রম করিতেছে এমৎসময়ে বিজিতেন্দ্রিয় তপস্বীর সহসা চিত্ত বিকারহওয়াতে তিনি ইতস্ততঃ কটাক্ষপাত করিলেন এবং সম্মুখে এক সুলোচনা সুরাঙ্গনাকে লোচন গোচর করিয়া তাহার মোহিনী-মূর্ত্তি ও অলোক সামান্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে মোহিত হইলেন, কিন্তু সজ্জনগণের অন্তঃ-

করণ কদাচ কুমার্গে গমন করেনা এইজন্যই হউক কিম্বা তপঃসঞ্চিত সুকৃত বশতঃ অথবা দুরদৃষ্টা ভাব বশতইবা হউক শরৎকালীন জলধরের ন্যায় মনোবিকার তৎক্ষণাৎ দুরীভূত হইল। কিন্তু তৃণবিন্দুর অন্তঃকরণ যেন তাঁহাকে বলিয়াদিল এই কামিনী তপস্যার বিঘ্নকারিণী তাহার সংশয় মাত্র নাই। ফলতঃ তাঁহার মনে এইপ্রকার সংকল্প উপস্থিত হওয়াতে কোপপরতন্ত্র হইয়া লোহিত-লোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং বলিলেন রে সাহসিকে! তোর এই সাহস পিপীলিকার পক্ষোদ্ভেদের ন্যায় সন্দর্শন করিতেছি। কাহার পরামর্শে প্রজ্জ্বলিত অনলে হস্তক্ষেপ করিতেছিস্, যাহাহউক রে পাপিয়সি দুশ্চরিত্রে! তোর এই দুষ্টাভিসন্ধি সহ্য করিবনা "তুই মর্ত্ত্য-লোকে মানুষযোনিতে জন্ম গ্রহণ কর,, এই অভিশাপ প্রদান করিলেন।

অনন্তর হরিণী ঈপ্সিত বিষয় বিফল সন্দর্শন করিয়া ও আত্মীয় দুরদৃষ্ট বিবেচনা করিয়া মনে মনে কল্পনা করিল, আহা! আমি কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি মণি গ্রহণমানসে কালভুজঙ্গের শিরো-

দেশে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম, সিংহের সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; আহা! আমার এপ্রকার মতিভ্রম কেন হইল আমি সামান্য সৌন্দর্য্যবাঞ্ছা দ্বারা এতাদৃশ তেজোরাশি ঋষিকে ধারণ করিতে লোলুপ হইয়াছিলাম, যাহাহউক গত বিষয়ের সূচনায় আর প্রয়োজন নাই এক্ষনে কৃতাঞ্জলিপুটে এই মহাত্মার প্রসাদ প্রার্থনায় তৎপর হই

হে ভগবন তপস্বিন্! সেবক-জনেরা ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়াই অগত্যা প্রভুর অনুজ্ঞা সম্পন্ন করিতে স্বীকৃত হয় এবং উপযুক্ত ভৃত্যেরা প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়া স্বামীর অভীষ্ট সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হয় অতএব আমি স্বামীর আজ্ঞানুসারে সাহসপূর্ব্বক জ্বলন্ত অনলে হস্তক্ষেপ করিব তাহার আর আশ্চর্য্য কি, যাহাহউক অধুনা পূজ্যপাদের শরণাপন্ন পরবান্ এই জনের প্রতিকূলতাচরণ ক্ষমাকরুন, এই বলিয়া ঋষির চরণকমলে দণ্ডবৎ নিপতিত হইল এবং আরও নানামত স্তববিনয় করিল।

অনন্তর মুনি তাহার অনুনয় বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া আদেশ করিলেন, বালে! আমার কথা কদাচ মিথ্যা হয় না যাহাহউক তোমার বিনয় বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিতেছি যত দিন পর্য্যন্ত সুরকুসুম সন্দর্শন না হইবে ততদিন ভূলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া অবস্থিতি করিতে হইবে।

সেই হরিণী ঋষি-বাক্যের অবশ্যম্ভাবিতা ও অলঙ্ঘ্যতা বশতঃ বিদর্ভনগরে জন্মগ্রহণ করে, পরে পরিণয় সময়ে স্বয়ম্বরের আড়ম্বর করিয়া তোমাকে পতিত্বে বরণ পুর্ব্বক বহুদিবসাবধি সুখে ও নিরুদ্বেগে কালযাপন করে এক্ষণে শাপবিমোচক সুরপুষ্প দর্শনমাত্রে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, দৈবগতি কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না অতএব এক্ষণে আর মিথ্যা সেই অপায় আলোচনায় প্রয়োজন নাই; উৎপত্তি হইলেই পদেপদে বিপদ উপস্থিত হয়। রাজারা বসুমতী দ্বারা সস্ত্রীক বলিয়া বিখ্যাত আছেন অতএব তুমি স্বকীয় জ্ঞান, অধ্যয়ন ও সৎবিবেক দ্বারা মনোবিকার সম্বরণ করিয়া এক্ষণে বসুধাকে রক্ষণাবেক্ষণ কর। দেখ তুমি রোরুদ্যমান হইয়া তাহাকে কি প্রকারে

লাভ করিবে সেই ভামিনীর অনুসরণ করিলেও তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে না যেহেতু জীবের স্ব স্ব কর্ম্মকাণ্ডদ্বারা পরলোকের পথ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে।

যাজ্ঞবল্ক্যাদি মহর্ষিগণ বলিয়াছেন বন্ধুগণের ধারাবাহী অশ্রুবারি প্রেতগণকে দগ্ধকরে অতএব শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া নিবাপাদিদানদ্বারা কুটম্বিনীকে অনুগৃহীতা কর। জীবের মরণই প্রকৃতি, তবে যে ব্যক্তি কিয়দ্দিন জীবিত রহিল সেই মহাত্মাই ভাগ্যবান্ ও পুণ্যবান্। মূঢ় জনেরাই প্রিয় ব্যক্তির ধ্বংসকে হৃদয়ে শৈল্যার্পণের ন্যায় বোধ করে, কিন্তু যখন আত্মশরীর ও আত্মা ইহার-দিগেরও পরস্পর সংযোগ বিপর্য্যয় দেখা যাই-তেছে তখন ত্বাদৃশ বিচক্ষণ জনগণ বাহ্যবিষয় দ্বারা কেন সন্তপ্ত ও জীবনে নিরপেক্ষ হইবে? ভাল তোমাকে জিজ্ঞাসা করি বলদেখি যদি বায়ুদ্বারা ভূধর ও ভূরুহ উভয়ই সঞ্চালিত হয় তাহা হইলে অতিক্রমের আর কি বৈলক্ষণ্য রহিল। যাহাহউক বৎস! তোমরা উপদেশের উপযুক্তপাত্র অতএব বলিতেছি সাবধান! ইতর জনগণের ন্যায় শোকা-

কুল হইয়া আত্মঘাতী হইও না, মূর্খেরা শোকাবেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া অগত্যা উদ্বন্ধনাদি উপায় দ্বারা জীবন বিসর্জ্জনে উৎসুক হয় বশিষ্ঠ-শিষ্য এই প্রকারে হিতোপদেশ প্রদান করিয়া গুরুর নিকটে প্রয়াণ পরায়ণ হইলেন। অজরাজার শোকাচ্ছন্ন হৃদয়মন্দিরে উক্ত বাক্য স্থান প্রাপ্ত হইল না, সুতরাং বোধ হইল যেন ঋষিশিষ্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

শোকবিধুর ভূপাল পুত্রের বালত্ব বশতঃ প্রিয়ার প্রতিকৃতি সন্দর্শন, তদঙ্গ স্পৃষ্ট বস্তু স্পর্শন, তৎকর্ম্ম করণ এবং স্বপ্নে সমাগমদ্বারা কথঞ্চিৎ অষ্টবর্ষ যাপন করিলেন। তদনন্তর বটপ্ররোহ যাদৃশ সৌধতল ভেদকরে তাহার ন্যায় শোকশঙ্কু ক্রমশঃ রাজার হৃদয় জর্জ্জরিত ও বিদীর্ণ করিল তিনি প্রিয়ার অনুগমনে ঔৎসুক্য বশতঃ মরণ কারণ, সুতরাং ধন্বন্তরিরও অসাধ্য শোকরূপ রোগকে পরম লাভ বোধ করিলেন।

পরে সম্যক্ বিনীত দশরথকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া রোগব্যাপ্ত-কলেবর পরিত্যাগ [illegible] প্রায়োপবেশন ব্রত অবলম্বন করিলেন [illegible]

গঙ্গাসরযূসঙ্গমে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া সদ্যো দেবত্বপ্রাপ্ত হইলেন সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুকুমারী এককুমারী লাভ করিয়া নন্দনবনস্থ কোন ক্রীড়ামন্দিরে পরম সুখে সেই কামিনীর সহিত দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন ॥

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ।